‘শাপর্ণা’ সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান, সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা–৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ – ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঃ ২৬ মে – ১ জুন, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No.31, 26 May - 1 June, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এবার রেশনে ভর্তুকির চাল–গম পাওয়া যাবে

একই দামে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কেন্দ্র ভর্তুকির চাল, গম, শস্য দেয় রেশনে। তবে তার দাম আলাদা। আগামী এক বছর সবই মিলবে সমান দামে।

রবিবার : পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর শুরু হয়েছে শাসক দলের বদলা

নেওয়ার পালা। নির্দল, বিজেপি ও অন্যান্য দলের হয়ে কাজ করলেই নেমে আসছে শাস্তির বিধান। না করলেও রক্ষা নেই। শুধু সন্দেহ হলেই যথেষ্ট। মেদিনীপুরে জুতোর মালা, কান ধরে ওঠবোস, সাগরে দোকানে তালা চলছে। নেতারা নির্বিকার। তবে একজন গ্রেফতার হয়েছে মেদিনীপুরে।

সোমবার : আগুনের শিখার মতো হু হু করে বাড়ছে পেট্রোল–

ডিজেলের দাম। তার ছ্যাঁকা লাগছে জনজীবনে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি নাকি এর কারণ। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপানো করের বোঝা নিয়ে। ইতিমধ্যেই এই বোঝা কমানোর দাবি উঠেছে। তবে আশা কম।

মঙ্গলবার : দেশে প্রথম নয়, তবে কলকাতা শহরে প্রথম হল

হৃৎপিন্ড বদল। বেঙ্গালুরু থেকে ব্রেন ডেথ রোগীর হৃৎপিন্ড লাগল ঝাড়খন্ডের দিলচাঁদের দেহে। সফল এই অস্ত্রোপচারে খুশি কলকাতাবাসী। দিলচাঁদের সুস্থতাই হবে সাফল্য।

বুধবার : পরিবেশ বিষাক্তকারী তামার কারখানা বন্ধের দাবিতে

আন্দোলন করতে এসে পুলিশের গুলিতে মরতে হল সাধারণ ভারতবাসীকে। তামিলনাড়ুর এই ঘটনা আলোড়ন ফেলে দিয়েছে সারা দেশে। ঘটনার রেশ এখনও চলছে। চলছে মৃত্যুও।

বৃহস্পতিবার : ১৯৫টি দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ভারতের স্থান

১৪৫ নম্বরে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর এই অবস্থান নিঃসন্দেহে লজ্জার দেশীয় শাসকদের।

শুক্রবার : পাপড়ি মেলেছে আয়ুষ্মান ভারত। ঘোষণা হল

প্রকল্পের খুঁটিনাটি। দশ কোটি গরিব পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা দেওয়া ঘোষণা করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাজেটে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বঞ্চনার চক্রব্যূহে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের ‘স্বাস্থ্য সাথী’ প্রকল্প

কুনাল মালিক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ‘স্বাস্থ্য সাথী’ প্রকল্প থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেশ কয়েকটি নার্সিং হোম থেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ শহরতলির এক নার্সিং হোমের মালিক জানান, গত ১ এপ্রিল থেকে একটি বেসরকারির বিমা কোম্পানি এই জেলার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের টেন্ডার পেয়েছে। তারা দিন পিছু একজন রোগীর জন্য ৭৫০ টাকার বেশি দেবে না বলেছে। কিন্তু এই টাকায় বেড ভাড়া, টিফিন সহ দুবেলা আহার ওষুধপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা আবার ছুটির পর ২০০ টাকা গাড়ি ভাড়া পাঁচদিনের ওষুধ আমরা কি ভাবে দেব। আমরা কি ভর্তুকি দিয়ে চালাব। বছরে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডাররা দেড়লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার কথা। আগে তো ঠিক ভাবেই চলছিল। নতুন নিয়মে আমরা সমস্যায় পড়েছি। অনেক রোগীকে বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিংহোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ জাহির ইসলাম বলেন, বর্তমান নিয়মে আমরা সত্যিই সমস্যায় আছি। আগে হয়তো অনেক টাকা কামিয়েছে। কিন্তু আমরা যারা সঠিক এবং ন্যায্য পরিষেবা দিই কিভাবে ৭৫০ টাকায় পরিষেবা দেব?

সংগঠনের সভাপতি ডাঃ পলাশ হালদার বলেন, বেসরকারি বিমা কোম্পানি আসার পর সমস্যা হচ্ছে ঠিকই। তবে কোনও রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না বলে সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা যতই আমাদের ক্ষতি হোক কারণ এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরিব মানুষদের জন্য একটি মানবিক প্রকল্প। যদি কোনও নার্সিং হোম রোগী ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমাদের কেউ জানালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

বিমা কোম্পানি থার্ড পার্টি এজেন্সি মেট সেভের ভাস্কর দাসকে প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল,

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলার অনেক নার্সিংহোম যে চলছে বর্তমান নিয়মে তারা স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে পারছে না। এই অভিযোগ কি ভিত্তিহীন? সে প্রশ্নে ভাস্কর বাবু বলেন, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে আমার কাছে কোনও অভিযোগ অসেনি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি দেখেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) শ্যামা পারভিন। তবে আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বিরোধী স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি ৭৫০ টাকা বরাদ্দ করবে। সারা রাজ্যে এই নিয়ম চলছে। এখানেও চলবে। বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে আলাদা আর্থিক প্যাকেজ আছে। তাই অসুবিধা হবার কথা নয়। তরুণ বাবু আরও বলেন, আগে স্বাস্থ্য দফতর ঠিক ভাবে মনিটারিং করতে না পারায়, অনেক নার্সিং হোম সাধারণ রোগ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের দীর্ঘদিন ভর্তি রেখে হাজার হাজার টাকার বিল করে টাকা কামিয়েছে। কিন্তু সরকার চাইছে সরকারি অর্থ যেন সঠিকভাবে খরচ হয়। প্রকৃত ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক প্রকল্প যেন সার্থক হয়ে ওঠে।

কর্ণাটক কাণ্ডে ঘোট পাকাচ্ছে জোট

পার্থসারথি গুহ

কর্ণাটকের সাম্প্রতিক নির্বাচন ও শপথ গ্রহণকে ঘিরে আরও একবার উন্মাদনা দেখা গেল ভারতীয় রাজনীতিতে। বস্তুত, এই ভোটের পরবর্তী অধ্যায়ে ফের একটি হাসজারু জোটের দামামা বাজালেন ভারতীয় রাজনীতিবিদরা। বলা ভালো, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পতন দেখতে উন্মুখ বেশ কিছু নেতানেত্রী জড়ো হয়েছিলেন এক মঞ্চে। তা নিয়েই এমন একটা ভাব উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন এই সমবেত বিরোধীদের ধাক্কায় কেঁপে উঠেছে নমোর দিল্লির কুর্সি। উলটো দিক থেকে আবার এমন একটা কথাও উঠে আসছে যে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের অবশিষ্টাংশ টিকিয়ে রাখতে এই তথাকথিত বিরোধীরা এতটা ব্যাগ্র হয়েছেন যে নিজেরা হাস্যস্পদ হয়ে উঠছেন কিনা সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর থাকছে না তাঁদের। তাঁরা বেশ বুঝতে পারছেন আগামী ২০১৯–এর নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের যদি প্রত্যাবর্তন ঘটে তবে তাঁদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে। কিছু কিছু জায়গায় খড়কূটোর মতো উড়ে যাওয়াও হয়তো ভবিতব্য হয়ে উঠতে পারে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখা গিয়েছে বিজেপি বিরোধী সলতে পাকানোর আসরে মধ্যমণি হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে। কিন্তু সেখানে তিনি যে খুব একটা কল্কে পেয়েছেন তা অতি বড় ঘাসফুল সমর্থকও বলবেন না। সব আলো শুষে নেওয়ার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে বর্তমান ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল ও সোনিয়া গান্ধিকে।

আর এখানেই এই জোটের ভবিষ্যত নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএর থেকেও মমতা, চন্দ্রশেখর রাও ও চন্দ্রবাবু নাউড়ুর পছন্দ তাই ফেডারেল ফ্রন্ট। যার প্রাথমিক অঙ্ক হল যে দল (বিজেপি বিরোধী হতে হবে অবশ্যই) যেখানে শক্তিশালী সেখানে তারাই লড়বে পদ্মের কাঁটা সরাতে। এটা মুখবন্ধে বলা হলেও আসল যে নির্যাসটা উঁকি মারছে ফেডারেল ফ্রন্টের আঁতুরঘর থেকে তা হল কংগ্রেসের ‘দাদাগিরি নেহি চলেগা’। কংগ্রেসকে সামনে রেখে এগোতে নারাজ মমতা বা অন্য কিছু বিরোধী নেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে ছাড়া বিরোধী মহাজোটের রসায়ন আদৌ মজবুত হবে কি না তা নিয়ে ঘোর সন্দিহান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এখনও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপিকে কাউন্টার করার মতো যেটুকু শক্তি আছে তার মধ্যে কংগ্রেস এগিয়ে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসকে পেছনে ঠেলে বিরোধীদের জোট কতটা সফল হবে তাও প্রশ্নের মুখে। এখানেই আরও একটা কথা উঠে আসছে।

কংগ্রেসকে নিয়ে অহেতুক টালবাহানা করতে গিয়ে আদতে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াই চন্দ্রশেখর বা চন্দ্রবাবু নাইডুরা ব্যাটন তুলে দিচ্ছে বিজেপির হাতে। এই সন্দেহটা ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। বিশেষ করে যারা এর আগেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের গোপন আঁতাতে তৃণমূলের ল্যাজেগোবরে হওয়ার ঘটনা মনে রেখেছেন তাঁদের বিশেষ করে ভাবাচ্ছে এই রাজনৈতিক সমীকরণ। ইতিমধ্যেই জোটপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হওয়া শুরু হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেসী তথা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের নেতা শরদ পাওয়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন কংগ্রেসকে সামনে রেখে লড়তে হবে বিরোধীদের। এই মন্তব্যের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে বিভাজন রেখাটা। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। অন্যদিকে শরদ পাওয়ার শিবির। মাঝে অখিলেশ সিং যাদব, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ, শরদ যাদব, নবীন পট্টনায়ক, ডিএমকে নেতা স্টালিন ও কমিউনিস্টরা কি ভূমিকা নেয় তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে আগামী দিনে।

ব্ল্যাকমেল করে ভুল কাগজে সই করানো হচ্ছেঃ দাবি মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : যা হচ্ছে তা কাঙ্খিক্ত নয়। মেয়ের ভিসায় সই নয়। ব্ল্যাকমেল করে তাঁকে ভুল কাগজে সই করানো হচ্ছে। স্ত্রীর ধরনার প্রেক্ষিতে এবার পালটা দাবি মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। এদিন ক্ষুব্ধ মেয়র বলেন, আমার মতো অবস্থা যেন আমার অতিবড় শত্রুরও না হয়।

বৃহস্পতিবার রাতেই অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকে কলকাতা। রাতে মেয়রের গোলপার্কের বাড়ির সামনে ধরনায় বসেন তাঁর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই মেয়রের কন্যা পড়াশোনার কারণে বিদেশ যেতে চায়। সে কারণে ভিসায় মেয়রের সই লাগবে। কিন্তু রত্নাদেবীর অভিযোগ, মেয়র সেই কাগজে কিছুতেই সই করতে চাইছেন না। কাগজপত্র নিয়ে তিনি মেয়রের গোলপার্কের বাড়িতে যান। সুরাহা না হওয়ায় বাড়ির সামনেই ফুটপাথে ধরনায় বসেন। পুলিশ এসে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি থানায় যান। তবে ধরনা তুলে নিতে নারাজ বলেই জানা যাচ্ছে। কেন মেয়র কাগজে সই করতে চাইছিলেন না, তা স্পষ্ট ছিল না। ঘটনার পর প্রতিক্রিয়ায় শোভনবাবু জানালেন, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। পুরোটাই বিচারাধীন প্রক্রিয়া। এখানে আইনের যা নির্দেশ তা মেনেই তিনি কাজ করছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমি দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল–সিপিএম সংঘর্ষ, এক শিশু কন্যা সহ আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেগঙ্গাঃজমি দখলকে কেন্দ্র করে সিপিএম–তৃণমূল দুই পরিবারের সংঘর্ষে আহত শিশু বাচ্চা সহ ৩। দুই মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। মাকে বাঁচাতে গিয়ে শিশুকন্যাও তার দাদু অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা পাড়ুইপাড়া এলাকায়। আক্রান্ত সাবিত্রী রায়ের অভিযোগ, বেড়াচাঁপা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুষমা পাড়ুই তার স্বামী অজিত পাড়ুই ৬ কাটা ভিটে বাড়ির জমি দখল নিয়ে তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ করে যাচ্ছিল। তাদের বাড়ি থেকে বার হওয়ার রাস্তা পর্যন্ত আটকে দিয়ে রাখে গত ৫ বছর ধরে। বিগত বছর সিপিএম প্রধান হিসেবে ক্ষমতা থাকায় তাদেরকে মানসিক শারীরিক অত্যাচার করে চলত। বেড়াচাঁপা দু'নম্বর পঞ্চায়েত এবার সিপিএমের হাতছাড়া হয়েছে!

সেই একটা ক্ষোভ রয়েছে আর জমি সংক্রান্ত বিবাদ দুটো ক্ষোভের রেষে সাবিত্রী রায়ের মেয়ে চন্দনা চন্দনা রায় তার মেয়ে তিন বছরের শিশুকন্যা ও তার স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী লোকজন দিয়ে মারধর করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় তাদের। স্থানীয়রা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে দেগঙ্গা বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বারাসাত মহাকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিসক। এই বিষয় নিয়ে বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী বলেন, এই ঘটনার সাথে তিনি বা তাঁর স্ত্রী কেউ জড়িত নন।

ঘটনার সময় তারা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। সংঘর্ষ বাধে ছয় শতক জমি দখলকে কেন্দ্র করে সাবিত্রী রায় ও স্থানীয় হাজারী পাড়ুই এই দুই পরিবারের মধ্যে এবং এই বিবাদ বিগত ১৫ বছর ধরে চলছে তাদের মধ্যে। পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে একাধিক বার মীমাংসা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তৃণমূল জোর করে এটা রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার চেষ্টা করছে। গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে দেগঙ্গা থানা পুলিশ।

বারাসত জিআরপি

অপরাধ আছে, প্রতিকার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৮৬ সালে ২৪ পরগনা জেলা ভাগ হওয়ার পর থেকে উত্তরের জেলা সদর হিসাবে কদর বেড়েছে বারাসতের। কৌলিন্য, জনসংখ্যা উন্নয়নে টেক্কা দিচ্ছে কলকাতাকে। এমনিতেই বারাসত রেল জংশন। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা বারাসত স্টেশনে। স্বভাবতই বারাসত জিআরপি–র গুরুত্ব অনেক বেশি। বিস্তৃতিও অনেকটা এলাকা জুড়ে। অথচ বারাসতেই প্রতিদিন মানুষের অভিযোগ মাথা কুটে মরছে। কারণ এখানে থানা আছে, কর্মী আছে, ওসি আছে, মাহিনা আছে, আয়েশ আছে, কিন্তু অপরাধের কোনও প্রতিকার নেই। গত ২১ এপ্রিল ‘অপরাধ নিয়ন্ত্রণের নামে তোলাবাজির রমরমা’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয় আলিপুর বার্তায়। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নি। বরং অপরাধ বেড়েছে, বেড়েছে পুলিশের উদাসীনতা। অপরাধের অভিযোগ জানাতে গেলে লিখিত আবেদন জমা নেওয়া দূরে থাক। একটি চিরকূটে কেস নং এবং তারিখ লিখে হাতে ধরিয়ে দিয়ে দায় সারেন পুলিশ কর্মী। এটাই নাকি ওসি সাহেবের নির্দেশ। ওসি বিদ্যুৎ সাঁপুই উত্তর দিতে নারাজ। কারণ সাংবাদিকদের তিনি পাত্তা দেন না।

বোঝা যায় ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় বারাসত জিআরপি পড়ে আছে আদিম যুগে।

মাস দুয়েক আগে এক ব্যক্তির গয়না ভর্তি ট্রলি ব্যাগ খোয়া যায় নিউ ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে। জিডি নম্বর ০৯/২৭/৩/১৮। আজও তার কিনারা হয় নি। এই মাসের ১০ তারিখে বাহিরা কালীবাড়ি স্টেশনের মাঝে এক মাছ ব্যবসায়ীর ৪৫ হাজার টাকা পকেটমারি হয়। জিডি নম্বর ৪০৫/১০/৫/১৮। সিলমোহরহীন একটি চিরকূট নিয়ে ঘুরে বোড়াচ্ছেন। টাকা আজও উদ্ধার হয় নি। কোনও হেলদোল নেই ওসি সাহেবের। তিনি দিব্যি থানায় বসে আয়েশ করছেন। মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রতিকারের আশায়। এক বাংলাদেশিকে নাকি ধরেও ছেড়ে দেয় বারাসত জিআরপি। পরে সে ধরা পড়ে বনগাঁ পুলিশের হাতে। এছাড়া প্রতিদিন মোবাইল চুরি, পকেটমারি, ছিনতাই লেগেই রয়েছে। কোনটারই কোনও প্রতিকার নেই। উপরমহলও চুপচাপ। ফলে প্রতিদিন ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে নিরাপত্তার অধিকার।

এ কালবৈশাখী সে কালবৈশাখী নয়

শক্তিভূষণ সরকার : ছেলেবেলায় পড়েছিলাম কবি মোহিতলাল মজুমদারের কালবৈশাখী নিয়ে একটা অনবদ্য কবিতা যার প্রথম লাইনটি ছিল ‘মধ্য দিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে’। কবিতাটির ভাবার্থ ছিল চৈত্র–বৈশাখের দুপুরের ঠাঠা পোড়া রৌদ্রের ঝলকলানি মাখা তাপ, আলো দিন শেষের আচমকা শীতল স্পর্শে শুরু হয় ঝড়ের দাপাদাপি, তার সাথে সান্ত্বনা নামক অমৃত বারি বর্ষণ। কবিতার শেষে এই ঝড়কে বলা হয়েছিল কালপুরুষের দুধর্ষ আশ্বাস বাণী, যে বাণীর বীণা বেজে উঠত বর্ষাকালের বর্ষার পদধ্বনি, সে কালবৈশাখী এখন আর দেখা যাবে না। মরু চাষের কুফলের জন্য কালবৈশাখীর নতুন রূপ দেখা দিয়েছে যাকে প্রকৃত কালবৈশাখী বলা যাবে না।

আগে চৈত্র বৈশাখে মরু বক্ষ প্রচণ্ড তপ্ত তাপ পেয়ে যে নিম্নচাপ (L) গঠন করত তার প্রভাবে কাতারে কাতারে জলীয় বাষ্প নিয়ে মেঘেরা ছুটে যেত উত্তর ও উত্তর পশ্চিম মুখে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থলভাগ হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে স্থানীয় নিম্নচাপ গঠন করত। স্থানীয় নিম্নচাপ কেন্দ্রবিন্দু দখিনা বাতাসকে যেমন টানত তেমন টানত উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের মেঘরাশিকে। উত্তর এবং দক্ষিণের মেঘরাশির সাথে চলত সম্মুখ সমর। উত্তর দক্ষিণের কাছে সঞ্চিত জলের হোলি খেলা। ঝড়ের শেষে থাকত অমৃত বর্ষণের অঝোর ধারা।

এখনকার কালবৈশাখীতে ঝড়ের পরিমাণ বেশি, জলের পরিমাণ কম। সময়ের সময় সীমা নেই। এখনকার কালবৈশাখীতে টর্নেডোর প্রভাব বেশি। টর্নেডো অন্য জায়গায় সঙ্ঘটিত হয়। টর্নেডোর দাপট বেশি, রুক্ষ মরু চাষের ফলে সাগর সেচে মেঘেরা আগের মতো আর জল নিয়ে আসছে না। ছোটনাগপুর থেকে যে মেঘেরা উল্টোদিকে মোড় নিয়ে ফিরে আসে তারও জলের পরিমাণ নগণ্য, তাই ঝড় বেশি জল কম। এখন যে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তাকে বলা হয় লেজের ঝাপটা। এই লেজের ঝাপটার মূলে রয়েছে মধ্য ভারতের বহুমুখী টানের প্রভাব। মরু চাষের আগে রাজস্থানের

মরুর বুকে সবুজের সমারোহ

থর মরুভূমি ছিল নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু (L)। গোটা ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই কমবেশি গাছপালা, নদী, নালা, ছোট বড় জলাশয়ে মোড়া। শুধু মাত্র থর মরুই ছিল উন্মুক্ত খোলামেলা ন্যাড়া বালুময় অঞ্চল। এ অঞ্চলে একটানা রোদের তাপে যেভাবে তপ্ত হয়ে উঠত তাতে মরুবক্ষে গড়ে উঠত প্রগাঢ় শূন্যতা। যে শূন্যতা পরিপূরণে চারদিকের বাতাস পূর্ণতা দেওয়ার জন্য ছুটে আসত। তিন দিক বেষ্টিত হিমালয় পর্বতের প্রাচীর থাকায় একমাত্র দক্ষিণ ছাড়া আর কোনও দিকের বাতাস আসতে পারত না। ফেবেলের সূত্রানুসারে ওই বাতাস দক্ষিণ পশ্চিমের পথ বেয়ে কাতারে কাতারে মেঘেদের নিয়ে ছুটে আসত। এখন মরু চাষের ফলে এই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কাজ আজ অবরুদ্ধ।

মরুভূমি আর আগের মরুভূমিতে নেই। হয়ে উঠেছে সবুজ সাজে অলংকৃত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সেচ কাজের ফসল পাওয়া যাচ্ছে রুক্ষ মরুতে। মরু রুক্ষ আর দীন নয়। রীতিমতো চাষের চাদরে মুড়েছে। এর ফলে টানের ক্ষমতা অবলুপ্ত। তৈরি হয়েছে বিক্ষিপ্ত নিম্নচাপ (L) অঞ্চল। এ কারণে হাওয়া বাবুরা সর্বদাই বলে মধ্য ভারতে নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের দরুণ যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে তার লেজের ঝাপটায় পূর্ব ভারতের নানা স্থানে ঝড় বৃষ্টির নাচন। এটা বিশুদ্ধ কালবৈশাখী নয়। এ ঝড়ে মিশ্র টর্নেডো রয়েছে। যে ঝড় হচ্ছে তাকে খিচুড়ি মার্কা কালবৈশাখী বলা যায়।

দেশ–বিদেশের নানা খবর ছয়ের পাতায়

মানবতার সাধক চারের পাতায়

মহেশতলা নির্বাচনের খবর তিনের পাতায়

কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা–৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ – ৯৮৩৬১৮৪৭১২

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 31, 26 May - 1 June, 2018

কর্ণাটক ঘিরে বাজারে গুস্‌সা আসছে ফিরে, বিপাকে লগ্নিকারীরা

সুদ্ধাশিস গুহ

ফের একটা কারেকশন যে দেখতে হতে পারে তার আভাস দেওয়া হয়েছিল কিছুদিন আগেই। বিশেষ করে কর্ণাটক নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থবাজারকে প্রভাবিত করতে পারে সে কথা আগেই হয়েছিল। বস্তুত, সেভাবেই একটা ছোটখাটো সংশোধনীর প্রতিফলন চোখে পড়ছে ভারতীয় অর্থবাজারে। এখন যেটা আকারে ছোট বলে মনে হচ্ছে আগামীতে তা কতটা বড় হয়ে উঠতে পারে চিন্তা বা দুশ্চিন্তা এখন তা নিয়েই। এটা ঠিক ১০ হাজারের জায়গাটা যে নিফটির ক্ষেত্রে বড় সাপোর্ট হয়ে দেখা গিয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রশ্ন হল এই মোক্ষম জায়গাটাও ভেঙে যাবে কিনা? কারণ অতীতে বহুবার এভাবে বাজারের ওলট-পালট হওয়ার ঘটনা দেখা গিয়েছে। যখন মানুষ এখানে ভালো ভাবতে শুরু করে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে কেনা আরম্ভ করে ঠিক তখনই পালটে যেতে থাকে ছবিটা। আবার উলটোটাও ঘটে এখানে প্রতিনিয়ত । সবাই যখন বাজার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন বা কেনার সরণি থেকে যোজন দূরে অবস্থান করতে শুরু করেন তখনই বাজার ব্যাপক তুঙ্গি হয়ে ওঠে। এ ধরনের

অর্থনীতি

ঘটনা যে এক-আধবার ঘটছে তা নয় মোটেই, বারবার এমন ঘটনায় আলোড়িত হচ্ছে শেয়ার বাজার। এই ঘটনা যে শুধু ভারতের বাজারকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় তা নয়। শেয়ার বাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক-একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে।

তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপর হালফিলে গত জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১০-১২ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে নিচের জায়গা থেকে দ্বিগুণ হয়ে ওঠা। আসলে এসব জায়গায় রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩-৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ১৬ থেকে ২০ হাজার। এর ওপরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর আপনি-আমি ভাবলাম, আর কারেকশন হয়ে গেল তা তো নয়। বরং এটাও হতে পারে একটানা লম্বা একটা বুল রান প্রত্যক্ষ করল ভারত ও তার টিম শেয়ার মার্কেট। যদিও এখনকার পরিস্থিতি তেমন ইতিবাচক কিছু শোনাচ্ছে না। আবার একেবারে মুহ্যমান হয়ে থাকার মতো হতাশার কথাও তুলে ধরছে না।

এই বাজারে অনেক শেয়ার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এই দুয়ের সমন্বয় করে যারা বিচার করতে পারেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সঠিক লগ্নিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ মে – ১ জুন, ২০১৮

মেষ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দিতে গেলে খুব চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। গৃহ-ভূমি বা যানবাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান হবেন।

বৃষ: শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন। বিশেষ করে পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। ভাল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এবং তাতে আপনার লাভ হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বুদ্ধির জোরে সব কাজে সফল হবেন।

মিথুন: এই সময় বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের যোগ রয়েছে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে মন দিতে পারেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু বুঝে চললে ভাল ফল পাবেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষন বাড়বে। শুভ কাজে সফল হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন।

সিংহ: অর্থনৈতিক ও গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষ্য করা যায়। রক্তে উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। মায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

তুলা: মন ও শরীর কোনওটাই ভাল যাবে না। পতি-পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্যের যোগ। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কর্মস্থলে সম্মান বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক: গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। প্রেম-প্রীতির বিষয়ে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়বেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু: ব্যবসায়ে লাভ যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। পিতৃস্থানীয়ের সাহায্যে আপনি লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শিক্ষায় বাধা প্রবল।

মকর: বর্তমান সময়টিতে পূর্বের সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হতে পারে। গৃহে গোলযোগ থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ লাভ যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: মনের দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্নভাব থাকবে। স্থিরভাবে কোনও কাজ করতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে ভেবেচিন্তে হাত দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সামলিয়ে নিতে পারবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

মীন: কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রতারণায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ২১৭৫ তরুণ-তরুণীকে নার্সিং ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সরকারি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলিতে তিন বছরের জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বরে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এইচ এন জি/৪ টি-৩৮-২০১৮/৪৩৯।

আসন সংখ্যা ২,১৭৫- তরুণীদের জন্য ২,১০৫টি, তরুণদের জন্য ৭০টি। তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য মোট আসরেন ২২ শতাংশ, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৬ শতাংশ, ওবিসি-এ প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ, ওবিসি-বি প্রার্থীদের জন্য ৭ শতাংশ, সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসকারী মহিলা প্রার্থীদের জন্য ২ শতাংশ এবং মহিলা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স প্রার্থীদের জন্য মোট আসনের ২.৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে।

যে-জেলার শূন্য আসনে আবেদন করবে, প্রার্থীকে অবশ্যই আবেদনের দিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সেই নির্দিষ্ট জেলায় একটানা ৫ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। বাংলা বা নেপালি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বলতে জানতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করবেন না।

বয়স : ১-১-২০১৮ তারিখে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। পরের ২ বছরের কোর্স আবাসিক। থাকতে হবে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে। থাকার খরচ বাবদ মাসে ১২ টাকা দিতে হবে। খাওয়ার খরচ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। একটির বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আবেদন করবেন না। প্রশিক্ষণ শেষে সরকার চাকরি দিতে বাধ্য থাকবে না।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে টাইপ করবেন। পূরণ করবেন নিজের হাতে লিখে।

কাজের খবর

রেজিস্টার্ড অথবা স্পিড পোস্ট অথবা ক্যুরিয়ারে প্রায়াজনীয় নথিপত্র সহ পূণ করা আবেদনপত্র পৌঁছনো চাই ৩১ মে-র মধ্যে। তরুণীরা নিজেদের জেলার নির্দিষ্ট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে দরখাস্ত পাঠাবেন।

জেলা অনুসারে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ঠিকানা : (ক) দার্জিলিং (দার্জিলিং ও কার্শিয়াং মহকুমা) ও কালিম্পং : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা : দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, ট্রেনিং স্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতাল, বালুরঘাট, পোঃ বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩ ১২৪। (ঘ) মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া : দি প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, জেলা হাসপাতাল, নদিয়া, শক্তিনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা ঃ নদিয়া, পিন-৭৪১ ১০১। (ঙ) পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া ঃ দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন-৭২২ ১০১। (চ) বীরভূম ও বর্ধমান ঃ দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্হ হসপিটাল, পোঃ ও জেলা ঃ বর্ধমান, পিন-৭১৩ ১০১। (ছ) পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর ঃ দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল, পোঃ তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৬৩৬। (জ) হাওড়া ও হুগলি ঃ দ্য সিনিয়র সিসটার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, হুগলি জেলা হাসপাতাল, পোঃ চুঁচুড়া, জেলা ঃ হুগলি, পিন-৭১২ ১০১। (ঝ) উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, এম অর বাঙুর হাসপাতাল, টালিগঞ্জ, কলকাতা ৭০০ ০৩৩। (ঞ) কলকাতা ঃ দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪।

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় বসবাসকারী অনাথ আশ্রম নিবাসী অরফ্যানেজ কোটায় অন্তর্ভুক্ত মহিলা প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় ঃ দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪।

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় বসবাসকারী মহিলা সিভিল ডিফেন্স কোটায় অন্তভুক্ত প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪।

তরুণরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, অশোক নগর স্টেট জেনারেল হসপিটাল, পোঃ অশোকনগর, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩ ২২২।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন : * প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। ফটোটি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। * উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল। * বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা আবাসিক প্রমাণপত্র বা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলার কোনও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার/স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/স্থানীয় জেলা পরিষদের সভাধিপতি/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/স্থানীয় বিধায়ক/স্থানীয় সাংসদ/পুরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র/পৌর নিগমের কাউন্সিলরদের কাছ থেকে। মূল সার্টিফিকেটটিই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে। * উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। * সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছ থেকে নেওয়া সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল এবং সিভিল ডিফেন্স ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে নেওয়া ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। এই সার্টিফিকেটে ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসের প্রমাণস্বরূপ আশ্রমের ভারতপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পদাধিকারী (সুপারিন্টেডেন্ট) প্রদত্ত মূল আবাসিক সার্টিফিকেট। * নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট www.wb-health.gov.in

নিখরচায় রক্তবিজ্ঞান এবং স্বেচ্ছায় মানুষকে রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করার বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রক্তবিজ্ঞান, নিরাপদ রক্তদাতা সংগ্রহ ও স্বেচ্ছায় রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করার বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স। প্রশিক্ষণটির পুরো নাম : রক্তদাতা উদ্বুদ্ধকরণ ও রক্তবিজ্ঞান। অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ক্লাস হবে শনি ও রবিবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকা।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। নগদে ১০ টাকার বিনিময়ে আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন এই ঠিকানা থেকে : অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০ এ, ফরডাইস লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১৪ (শিয়ালদা প্রাচী প্রেক্ষাগৃহের পিছনে)। যে কোনও কাজের দিন বিকেল সটা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ জুন। বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে ঃ ২২২৭ ১০২২/৭৮৮২।

সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ১৫০ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি ; ১৫০ জন প্রবেশনারি অফিসার নেবে সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক। নিয়োগ হবে স্কেল ওয়ানে। প্রবেশন ২ বছরের। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। মাধ্যমিক থেকে স্নাতক-সবক'টি স্তরেই ৬০ শতাংশ করে নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বয়স : ৩১-১২-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের নীচে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১-১-১৯৯৩ থেকে ৩১-১২-১৯৯৮-এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ২৩,৭০০-৪২,০২০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ২০০ নম্বরের অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে জুনে। অনলাইন পরীক্ষায় ৪০টি করে প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে সময়সীমা) : রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৪০ মিনিট), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস (২০ মিনিট), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ মিনিট) এবং ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন (৪০ মিনিট)। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা, দুর্গাপুর, হাওড়া এবং শিলিগুড়ি।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.south-indianbank.com প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (১৪০ × ৬০) পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইন ব্যবস্থায় দিতে হবে ৮০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা।) ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা আইএমপিএস বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৮০

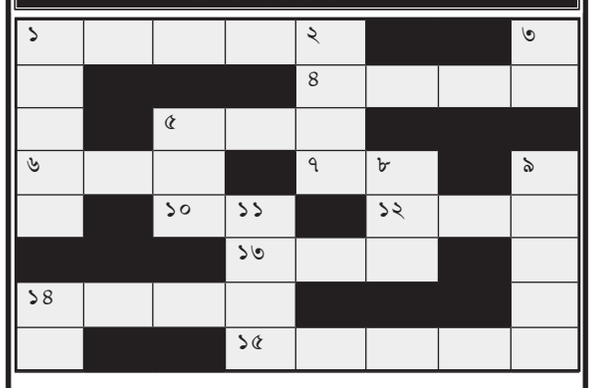

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নিজ মূর্তি ধারণ ৪। রত্নের মতো মেয় ৫। — পালটি ৬ চাঁদ, জ্যোৎস্না ৭। এটা খুলেই তো শোনেন ১০। নতুন ১২। দুঃখদৈন্য ১৩। অপেক্ষা, দেরি ১৪। প্রভুর অবিবাহিতা কন্যা ১৫। একত্রে মরণ।

উপর-নীচ

১। দেবতার কাছ থেকে প্রাপ্ত আদেশ ২। ছোট গাড়ি ৩। প্রয়াস, সেবা ৫। পরিমাণ, ওজন ৮। বড় শহর ৯। ভুলে না যাওয়া ১১। স্থায়ী বাস ১৪। ব্রাহ্মণদের এক পদবি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৯

পাশাপাশি : ১। প্রতিদারণ ৪। তর্ক ৫। কর ৬। বাজিমাত ৮। মত ১০। মাচা ১৩। পলাতক ১৫। তট ১৬। বেশি ১৭। আর্যসমাজ।

উপর-নীচ : ২। তিহার ৩। রকবা ৪। তরতম ৫। কলমা ৭। জিন ৯। তল্লাট ১১। চাপরাশি ১২। ভিত ১৪। কদর্য ১৫। তনিমা

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** - বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**- রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** - রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** - দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** - নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** - প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

রাস্তা বেহাল, নাকাল সাধারণ মানুষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : একমাত্র যাতায়াতের রাস্তার বেহাল জরাজীর্ণদশা দীর্ঘদিন ধরেই। এই বেহাল রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় প্রায় ১০–১২ টি গ্রামের হাজার হাজার সাধারণ মানুষজন সহ স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের কে। রাস্তা পাকা হলেও দীর্ঘ দিন কোনও সংস্কার না হওয়ায় খানা খন্দে ভরপুর। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের মাধ্যম বলতে একমাত্র ইঞ্জিন ভ্যান, আবার সন্ধ্যা সাতটা বাজলেই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বলে জানালেন এলাকাবাসীরা। অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতেও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকার জন্য।

উলেখ্য ২০১১ সালে রাজ্যে মা–মাটি–মানুষের দল ক্ষমতায় এসেই বেতবেড়িয়া (ঘোল) স্টেশন থেকে দাঁড়িয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটারের জঘন্য রাস্তাকে পূর্ণ সংস্কার করেছিল। তারপর দীর্ঘদিন রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় খানাখন্দে ভরপুর এমন কি বর্ষার জল জমে যাতায়াতের অসুবিধা হয় এবং পরিবহন বলতে ইঞ্জিন ভ্যানই একমাত্র ভরসা বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। এই রাস্তা দিয়েই নারায়ণগঞ্জ, জেলেরহাট, পোলের মুখ, দাঁড়িয়া গ্রাম সহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় দুটি উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল, ৮টি প্রাইমারি স্কুল, ৫টি মাদ্রাসার শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ স্কুল ছাত্র–ছাত্রীরা যাতায়াত করে। নীলিমা সরদার, সুমন মন্ডল, কান্ত সরদাররা বলেন, দৈনিক এই রাস্তা দিয়ে আমরা কলকাতায় কাজে যাই। এলাকায় যানবাহন ব্যবস্থা ভালো নেই। তার উপর রাস্তা খারাপ হওয়ায় অনেক সময় হঁটেই যাতায়াত করতে হয়। আমাদের মতো প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কথা ভেবে সরকার যদি উদ্যোগ নিয়ে রাস্তা সংস্কার ও পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করে তাহলে গ্রামবাসীদের কষ্টটা লাঘব হয়। অন্যদিকে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী মাওলানা গোলাম বারি আজাদ বলেন– এলাকায় বিদ্যুত–পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমান থাকলেও যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি খারাপ হওয়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। যদি রাস্তাটি সংস্কার হয় তালহলে আমাদের মতো গ্রাম্য মানুষদের দুঃখ–দর্দশা সহ যাতায়াতে সমস্যা কিছুটা হলেও ঘুঁচবে।

বিজেপি কর্মীর মা'কে মারধর, অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–ছেলে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী, সেই কারণেই বাড়িতে চড়াও হয়ে বিজেপি কর্মীর মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুরের কৃষ্ণকালী কলোনি এলাকায়। আক্রান্ত মহিলার নাম দুর্গা মণ্ডল। শুধু মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়াই নয়, সঞ্জীব মন্ডল নামে ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে তালা মেরে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা। দুর্গা দেবীর ছেলে সঞ্জীব মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় বিজেপি দল করেন। কার্যত এলাকায় তিনি বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবেই পরিচিত। এবারও পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন সঞ্জীব। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে এই এলাকায় বিজেপি প্রার্থী মঞ্জুর বারুই হেরে যান তৃণমূল প্রার্থী উমা দে'র কাছে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় প্রায় প্রতিদিন বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা একদল স্থানীয় তৃণমূল কর্মী চড়াও হয় সঞ্জীবের বাড়িতে। কিন্তু সেই সময় সঞ্জীবের মা দুর্গা মণ্ডল একাই বাড়িতে ছিলেন। ছেলেকে না পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শম্ভু দে ও তার লোকজন দুর্গা মণ্ডলকে বাড়ি থেকে বের করে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিতে যায়। আর তাতে বাধা দিতে গেলে ওই তালা দিয়ে দুর্গা দেবীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়লে দুর্গা দেবীর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় দুর্গাদেবীকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি। যদিও হামলার কথা অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন এটা ওদের পারিবারিক সমস্যা।

অভাবনীয় সাফল্য শাসক দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদা বামফ্রন্টের শাসন কালে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে তৎকালীন কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী গোবিন্দ চন্দ্র নস্করের হাত ধরে বামফ্রন্ট কে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। গোবিন্দ চন্দ্র নস্করের হাত ধরে তৎকালীন প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন অর্ণব রায়। দিঘীরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতে কংগ্রেস দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রেখে এক সময় জেলার মধ্যে একমাত্র প্রদীপের শিখার ন্যায় জ্বলতে থাকে। যাঁর হাত ধরে দিঘীরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতে কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ছিল সেই গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে পাথেয় করে মা–মাটি–মানুষের দলে যোগদান করেন দীর্ঘদিন আগেই। কিন্তু রাজনৈতিক জাত বদল না করে একাধিক চড়াই–উতরাই সংগ্রাম চালিয়ে দিঘীরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতে নিজের আধিপত্য কায়েম রেখেছিলেন কংগ্রেসের অর্ণব রায়। বিপর্যয় শুরু হয় ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই। ২০১৩ র পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই গ্রামপঞ্চায়েতের ২৪ আসনের মধ্যে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস একটি করে আসন পেলে ও ২২ আসনে বিরাট ব্যবধানে জয় পেয়ে কংগ্রেসের প্রধান নির্বাচিত হন অর্ণব রায়ের স্ত্রী শেফালী রায়,উপপ্রধান নির্বাচিত হন প্রদ্যুত রায়।

এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক দাবা খেলা। গত ২০১৬ র শেষ লগ্নে ১৪ আগস্ট কংগ্রেসের উপপ্রধান প্রদ্যুত রায় সহ ১৪ জন সদস্য দলীয় কাজকর্ম,এলাকার উন্নয়ন কাজকর্মে একাকীত্ব কায়েম,প্রধান দলীয় সদস্যদের উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছা মতো চলার মতো গুরুতর অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব করে এবং ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাসের হাত ধরে উপপ্রধান প্রদ্যুত রায় সহ ১৪ জন কংগ্রেস সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন ।অনাস্থায় জিতে সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া অন্নপূর্ণা কুন্ডু প্রধান নির্বাচিত হন এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হন প্রদ্যুত রায়।দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের অনৈতিক কাজকর্মকে সমর্থন না করে প্রদ্যুত রায় সহ ১৪ জন কংগ্রেস সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ঘর শত্রু বিভীষণ' এর মতো আখ্যা পেতে হয় উপপ্রধান প্রদ্যুত রায়কে। এরপর মাত্র দেড় বছর সময় পেয়ে এলাকা জনসংযোগ ও উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরি করার প্রচেষ্টা চলে জোর কদমে। এলাকা শুরু হয় একাধিক রাস্তাঘাট,বিদ্যু সংযোগ,পানীয় জল সহ একাধিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ। মাত্র দেড় বছরের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে সদ্য সমাপ্ত হওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৪ টি আসনের মধ্যে ২১ টি তে জয়লাভ করে মা–মাটি–মানুষের দল পূর্ণ সময়ের পঞ্চায়েত গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছে। এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন প্রধান অর্ণব রায় ও শেফালী রায়। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সূত্রে জানা গেছে মাত্র দেড় বছরের উন্নয়নের বাতাবরণে কোনও প্রকার রদবদল না ঘটিয়ে আবার প্রধান পদে বসতে চলেছেন অন্নপূর্ণা কুন্ডু।

শুরু হল কাটোয়া–আমোদপুর ব্রডগেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: কাটোয়া–বর্ধমানের পর এবার কাটোয়া–আমোদপুর ব্রডগেজ রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলা শুরু হল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এদিন নতুন এই ব্রডগেজ লাইনে ট্রেনের চাকা গড়াতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিলেন অসংখ্য বাসিন্দা। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া জংশন থেকে বীরভূম জেলার আমোদপুর জংশন পর্যন্ত ৫২ কিমি এই রেলপথের দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষ প্রথম ট্রেনটিকে দেখার জন্য এদিন সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের কারও হাতে ছিল ক্যামেরা সহ মোবাইল ফোন। কারও কারও হাতে ছিল ফুল। কাটোয়া স্টেশন থেকে ফুলের মালায় সাজানো ডিএমইউ ট্রেনটি শত শত মানুষের উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে আমোদপুরের উদ্দেশে সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে ছেড়ে যায়। এই পথে মোট ১৪টি স্টেশনেই এদিন অসংখ্য মানুষ তুমুল হাততালির মধ্যে দিয়ে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটিকে স্বাগত জানান। এমনকি, অনেককেই জীবনের মধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ট্রেনের সঙ্গে সেলফি তুলতেও দেখা যায়। কেউ কেউ ফুল ছুঁড়ে ট্রেনটিকে বরণ করে নেন। জানা গেছে, শতাধিক বছর আগে কাটোয়া–বর্ধমান এবং কাটোয়া–আমোদপুর রেলপথ চালু হয়েছিল। তখন থেকে ন্যারোগেজ রেলপথেই ট্রেন চলছিল। প্রায় সাড়ে চার বছর আগে কাটোয়া থেকে প্রথমে আমোদপুর এবং অল্প কিছুদিন পরেই বর্ধমান ন্যারোগেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কাজ শুরু হয়ে যায় ব্রডগেজ রেলপথের। প্রথমে বর্ধমান–বলগোনা ব্রডগেজ রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয়। কয়েকবছর পর কাটোয়া–বলগোনা পর্যন্ত ব্রডগেজের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এখন কাটোয়া থেকে বর্ধমান জংশন পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চলছে। এবার কাটোয়া–আমোদপুর ব্রডগেজে ট্রেন চলতে শুরু করল। তবে, নতুন রূপে গড়ে ওঠা এই দুই রেলপথে ট্রেনের সংখ্যা খুবই কম থাকায় যাত্রীদের অভিমান হয়েছে। তাঁদের দাবি, সারাদিনে আপ ও ডাউনে আরও কিছু ট্রেন বাড়ানো হোক। এদিকে, এই দুই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলা শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রেলথের দু'ধারে বিভিন্ন এলাকার আর্থসামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে বলে বিভিন্ন মহল আশা প্রকাশ করেছে।

পিয়ালীর উজ্জ্বলা এখনও ঘর ছাড়া

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : পিয়ালীতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো বেশ কিছু দিন আগে। দুটি বাচ্ছা মারপিট করতে করতে একটি খালে পড়ে গিয়ে মারা যায়। গ্রেপ্তার হয় উজ্জ্বলা সরদারের বড় ছেলে। সে এখনো বিচারাধীন। জেলে বন্দি। এরপর থেকে পিয়ালী খোলাঘাটাতে যে বাড়িতে থাকতো উজ্জ্বলা ও স্বামী এবং বিবাহিত মেয়ে সেই বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না। কারণ যার বাচ্ছা মারা যায় সে আক্রোশে কাউকে ঢুকতে দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। নাম অজিত সরদার। সে একজন জমির দালাল। বেশ কিছু গুন্ডাদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। সেই এই উজ্জ্বলাদের পরিবারকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এই বাড়িটিতে পাঁচটি পরিবার বসবাস করে। প্রত্যেকেই সরদার পরিবার লোক। শুধু তাই নয় প্রত্যেকে এই বাড়িটির শরিক। কিন্তু নিজের বাড়িতে ঢুকতে না পারায় পয়তাল্লিশ বছরের উজ্জ্বলা সে পরিবারকে নিয়ে অন্যত্র ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে।গুন্ডাদের দিয়ে উজ্জ্বলাদের সমস্ত আসবাব পত্র ভেঙে চুড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ঘর থেকে সমস্ত মাল ছুড়ে ফেলে দেয় অজিত সরদার। উজ্জ্বলার বক্তব্য যে দোষী সে তো জেলে রয়েছে এবং বিচারাধীন, কিন্তু আমাদের নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার কারণ কি? এই নিয়ে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণের চিঠি জমা দেয়।

এছাড়া পুলিশের বড় কর্তাদের কাছে এই কপি করে পাঠায়। উজ্জ্বলা বর্তমানে ভাড়া বাড়ির টাকা দিতে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সুতরাং নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও নিজে ঢুকতে পারছে না। এর মধ্যে বারুইপুর থানার পুলিশ উজ্জ্বলাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলো। কিন্তু আবার একই পরিস্থিতি। ফের তাকে বার করে দিয়েছে অজিত সরদার। উজ্জ্বলা বাড়ি ভাড়া দেবার জন্য আয়ার কাজ নিয়েছে। নিরুপায় উজ্জ্বলা দিন গুনছে কবে সে আবার দরমার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজের আশ্রয়ে ঢুকবে।

বুধাখালিতে সরব বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুধাখালি: কাকদ্বীপের বুধাখালিতে বামকর্মীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মন্ত্রী ও পুলিশ শর্ট সার্কিটের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। আসলে এই সরকারের শট সার্কিট হয়ে গিয়েছে। রবিবার কাকদ্বীপের বুধাখালিতে বামফ্রন্টের ডাকে এই বামকর্মী দেবু দাস ও উষা দাসের খুনের প্রতিবাদ সভায় একথা বলেন সিপিএম সাংসদ তথা পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের নেতা শ্যামল চক্রবর্তী, রবীন দেব, সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি, স্বপন ব্যানার্জি, মনোজ ভট্টাচার্য প্রমুখরা। এদিন নিহতদের ছবিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হয় সভা। এদিন সভা শুরুর আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন নিহত দম্পতির ছেলে দীপঙ্কর দাস। পরে কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে মঞ্চে আনা হয়।

এদিন সেলিম বলেন, এখানকার শাসক সবকিছু শেষ করে দিতে চাইছে। বুধাখালির মাটি অহল্যা, বাতাসীর। সেই মাটিতে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল বামকর্মী দম্পতিকে। এই ঘটনার নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। ইতিহাস কখনও এদের ক্ষমা করবে না।' পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন সেলিম। এদিনের সভা থেকে তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে পুলিশ ও গুন্ডা এক হয়ে গিয়েছিল। আলাদা করে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা খরচ করে সারা বছর ধরে প্রশাসনিক বৈঠক করে ভোট লুটের নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারি আধিকারিকদের। তাঁরা সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা মানতে গণতন্ত্রে খুন করেছে। এঁরা এমন আধিকারিক নিজেদের সহকর্মী খুন হতে দেখলেও কিছু করতে পারেন না, নিজেদের স্বার্থের জন্য।' সুজন চক্রবর্তী বলেন, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি বলেছিলেন, শট সার্কিট। তদন্তের আগেই দুর্ঘটনার তত্ত্ব খাড়া করে দিলেন। পরে দেহ নিতে ছেলেকে আদালতে যেতে হল। এ জিনিস সারা পৃথিবীতে কোনও দিন দেখেছেন। আমরা এই পুলিশের তদন্তে ভরসা রাখতে পারছি না। আমরা সিবিআই তদন্ত চাইছি। প্রয়োজনে ফের আদালতে যাব পুলিশে ভূমিকা নিয়ে তদন্তের জন্য।' উল্লেখ্য, গত রবিবার গভীর রাতে বুধাখালিতে বাড়ির বারান্দায় পুড়ে মৃত্যু হয় বাম কর্মী দেবু দাস ও উষা দাসের। অভিযোগ করা স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য অমিত মণ্ডল–সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুলিশ খুন, তথ্য প্রমাণ লোপাটের মামলা রুজু করলেও কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

নির্দলের মারে গ্রামছাড়া শাসক তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুখালি গ্রামের নির্দল প্রার্থী ও তার লোকজনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাড়িছাড়া হয়ে এলাকার বাইরে তৃণমূল নেতা কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে নির্দল কর্মীদের বিরুদ্ধে। এমন কি নির্দলদের ব্যাপক অত্যাচারে বাড়ি ফিরতে পারছেন না এলাকার তৃণমূলীরা। যার ফলে সোমবার বাসন্তী থানার সামনে নিজেদের ছোট ছোট সন্তাদের নিয়ে ধর্ণায় বসেছেন মহিলা তৃণমূল কর্মীরা।পুলিশ এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ মহিলা তৃণমূল কর্মীদের।

উল্লেখ্য, বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট পান মূল তৃণমূল (মাদার) এর কর্মীরা। আর সেই কারণেই এলাকার তৃণমূল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা নির্দল প্রার্থী দেয়।ফলস্বরূপ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কে হারিয়ে জয়লাভ করেন নির্দল প্রার্থীরা।এরপরই নির্দল প্রার্থীরা এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সন্ত্রাসের জেরে গ্রাম ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এলাকার প্রায় বাড়ি গুলো পুরুষ শূন্য।এর পাশাপাশি মহিলাদের কে ও মারধর করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।এত রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটলেও এলাকায় পুলিশ যায়নি বলে গ্রাম ছাড়াদের অভিযোগ।

পরিশেষে যাতে নিজেরা বাড়ি ফিরতে পারেন তারজন্য শিশুপুত্র সহ বাসন্তী থানার সামনে ধর্ণায় বসেছেন এলাকার মহিলা তৃণমূল কর্মী–সমর্থকরা।বাঁচার তাগিদে অন্যের কাছ থেকে খাবার,পোশাক চেয়ে দিন কাটাচ্ছেন প্রত্যন্ত মাঠের মাঝখানে। এমনই ঘটনায় স্তম্ভিত আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা।

বর্ধমানে দলীয় সভা থেকে রাস্তায় নামার ডাক নেতৃত্বের

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোর এখনও ঠিকমতো কাটেনি। অথচ এর মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে মাঠেঘাটে নেমে পড়েছে সিপিএম। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্টে এমন ধস নেমেছে যে তাদের অস্তিত্ব সংকট কার্যত চরমে। তা সত্ত্বেও সিপিএম কিন্তু দমে যায়নি। ২১ মে বর্ধমান শহরে জেলা সিপিএম ও তার শাখা সংগঠনগুলি আয়োজিত একটি প্রকাশ্য সভায় যেভাবে দলীয় কর্মী–সমর্থকরা ভিড় করেছিলেন তা এটাই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

রাজ্যের ২০টি জেলা পরিষদেই ক্ষমতা দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকি একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএমকে তৃতীয় স্থানে হটিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। আর শতাধিক বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঠাঁই হয়েছে সিপিএমেরও পরে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে। বিরোধীদের অভিযোগ, পুলিশ–প্রশাসন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মদতে আর দুষ্কৃতীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের রায়ের যথাযথ প্রতিফলন হয়নি।

রাজ্যজুড়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটের কারণে কার্যত কোণঠাসা। আগে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময় সিপিএম নেতৃত্ব নানা ইস্যুতে যেভাবে মাঠেঘাটে কর্মসূচিতে সামিল হতেন এখন সেই পরিস্থিতি নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় সিপিএম ফের এরাজ্যে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। আর সেজন্যই ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভুলত্রুটিগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপিএম নেতা–কর্মীরা এগিয়ে যাবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি এখনও সেভাবে ঠিক করা না হলেও তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে নানান ইস্যুতে রাস্তায় নেমে আন্দোলনকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছেন সিপিএম নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও সিপিএমের কার্যত সংকটাপন্ন অবস্থা। অথচ সাবেক বর্ধমান জেলা একসময় লালদুর্গ ছিল। এখানকার সিপিএম তথা বামফ্রন্ট নেতাদের প্রবল দাপটে সেই সময় কার্যত বাঘে–গোরুতে এক সাথে এক ঘাটে জল খেত। এখন সেই রাম নেই, সেই রাজত্বও নেই। সাবেক জেলা ভেঙে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাজুড়ে এখন শুধুই ঘাসফুলের রমরমা।

কিন্তু, এই পরিস্থিতির মধ্যেও সিপিএম ২১ মে বর্ধমান শহরের কার্জন গেট চত্বরে যে বিশাল জমায়েত করেছিল তা দেখে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গেছে। তাদের মনে এই প্রশ্নই উঁকি দিতে শুরু করেছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভরাডুবির পরেও সিপিএমের মিছিলে, সভায় হাজার হাজার লোক এল কোথা থেকে? এদিন দলীয় কর্মী–সমর্থকদের ভিড়ে ঠাসা ওই সভায় উপস্থিত সিপিএম নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, অমল হালদাররা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানান ইস্যুতে সরব হন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ইস্যুতে সিপিএম নেতৃবৃন্দের যেমন সুর চা।ছিল তেমনই ধর্মীয় ও বিভেদকামী ইস্যুতে তাঁরা বিজেপিকে একহাত নিতে ছাড়েননি। একইসঙ্গে সিপিএম নেতৃবৃন্দ বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রে সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের রাস্তায় নেমে জোরদার আন্দোলনে নামারও ডাক দেন।

মহেশতলা উপনির্বাচন, সম্মুখ সমরে তৃণমূল–বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা বিধানসভার উপনির্বাচন। শুক্রবার তৃণমূল প্রার্থী দুলাল দাসের সমর্থনে 'ঐতিহাসিক' র‍্যালি করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিও দুদিন আগে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে তাদের প্রার্থী সুজিত ঘোষের সমর্থনে পথে নেমেছিল। পিছিয়ে নেই সিপিএমের প্রার্থী প্রভাত চৌধুরীও।

তবে মহেশতলা এলাকার ২৬টি ওয়ার্ড ঘুরে দেখলে মনে হবে প্রচারের জৌলুসে এগিয়ে আছে শাসক তৃণমূল। পতাকা দেওয়াল লিখনে তৃণমূল টেক্কা দিচ্ছে বিরোধী দুই শিবিরকেই। তবে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অনুভব করলাম এলাকার সিংহভাগ মানুষ ভোট সম্পর্কে কেমন যেন নিরুত্তাপ। এলাকার ভোটারদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘু এলাকায় চোখে পড়ল মানুষের বাড়তি উৎসাহ। শাসক তৃণমূল মনে করছে সংখ্যালঘু ভোটের সিংহভাগই তাদের কব্জায় থাকবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে দুলাল বাবুর স্ত্রী প্রয়াত কস্তুরী দাস প্রায় ১২ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। তখন বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৭ শতাংশ ভোট। বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টেছে। মহেশতলায় কংগ্রেস সিপিএম এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। মানুষ শাসকদলের বিরোধী হিসাবে ক্রমশ বিজেপিমুখী হয়েছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষেরই অভিমত– এবার মূল লড়াই হবে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপিরই। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের উত্তাপ এখনো মিলিয়ে যায় নি।

শাসক বিজেপি প্রচার করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত উন্নয়ন করেছেন, বলে ঢাক পেটাচ্ছেন, তাহলে বিভিন্ন এলাকায় বিরোধীদের ভোটেই দাঁড়াতে দিলেন না কেন? কেন এত সন্ত্রাস?

বিজেপির দাবি অবাধ ভোট হলে মানুষ এবার মহেশতলায় পরিবর্তন ঘটাবেই। কংগ্রেস–সিপিএমের ভোট বিজেপির দিকে স্যুইং করলে তৃণমূলের মার্জিনে ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। সূত্রের খবর শাসকদলের প্রার্থী দুলাল দাস নির্বাচনে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার আহ্বান করলেও, বেশ কিছু এলাকায় গণ্ডগোলের আশঙ্কা থাকছেই। এখন দেখার ভোটের দিন কি ভাবে অতিবাহিত হয়।

২০১১ ও ২০১৬–র মহেশতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬–র মহেশতলা (১৫৫) বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল ছিল এরকম (প্রদত্ত ভোট ৮০.৯ শতাংশ, জয়ের ব্যবধান– ১২,৪৫২)

১) কস্তুরী দাস (এআইটিসি)	৯৩,৬৭৫	৪৭.৮৪
২) শমীক লাহিড়ী (সিপিআই–এম)	৮১,২২৩	৪১.৪৮
৩) কার্তিক চন্দ্র ঘোষ (বিজেপি)	১৪,৯০৯	৭.৬১
৪) দেবাশিস বোস (পিডিএস)	১,৮৫৪	০.৯৫
৫) বেচু মণ্ডল (নির্দল)	১,০২২	০.৫২
৬) নোটা	৩,১৪৪	১.৬১

–এবার পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০১১–য় এই বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল কেমন ছিল– (প্রদত্ত ভোট – ৮১.৭৬ শতাংশ, জয়ের ব্যবধান ২৪,২৮৩)–

প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১) কস্তুরী দাস (এআইটিসি)	৯২,২১১	৫২.৫০
২) শেখ মহম্মদ ইস্রাইল (সিপিআই–এম)	৬৭,৯২৮	৩৮.৬৭
৩) শিশির কুমার মুখোপাধ্যায় (বিজেপি)	৩,৬৮৯	২,১০
৪) সাগিরউদ্দিন লস্কর (মুসলিম লিগ)	১,৮৮২	১.০৭
৫) দেবাশিস বসু (পিডিএস)	১,১৬৮	০.৬৬
৬) মনোরঞ্জন নস্কর (নির্দল)	৮০৭	০.৪৬
৭) রমণী নস্কর (নির্দল)	৭৯৭১	৪.৫৪

* তথ্যসূত্র : বরুণ মণ্ডল

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২৬ মে – ১ জুন, ২০১৮

দেশের সংস্কৃতিকে গালমন্দ করা বন্ধ হোক

সম্প্রতি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে নিয়ে বেশি সময় কাটাতে দেখা যাচ্ছে ফেসবুকবাসীদের। বলাবাহুল্য, এখানে বিপ্লববাবুর গৌরবগাঁথা তুলে ধরা হচ্ছে না মোটেই। বরং তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করে এক–একটি পোস্ট ছেড়ে দিচ্ছেন অতিবিপ্লবীরা। তাঁরা বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন যে বিপ্লব দেব মানুষের ভোটে ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছে। বাম বিরোধিতার দাবিদার বলে এতদিন কার্যত পেটেন্ট নিয়ে রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে ভাগ বসিয়েই হয়তো প্রকৃত বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন ত্রিপুরার এই যুবা মুখ্যমন্ত্রী। ফেসবুকের ডুবসাগরে এই নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন তাঁদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল সমর্থক ভরপুর। হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার লজ্জা থেকে বামেরাও বিপ্লব দেবের বিরুদ্ধে সোশ্যাল সাইট অস্ত্র ধার করেছেন। তাঁরা মূলত বিপ্লব দেবের করা কিছু মন্তব্য নিয়ে আসর গরম করতে চাইছেন। একশ্রেণির পরজীবী গণমাধ্যমও এঁদের যারপরনাই তোল্লাই দেওয়া শুরু করেছে। দোষের মধ্যে তাঁরা যেটাকে সম্প্রতি সামনে এনেছেন তা হল মহাভারতে কুরু–পাণ্ডব যুদ্ধের বর্ণনাকারী সঞ্জয়কে ইন্টারনেট হিসেবে তুলে ধরা। আরে মহাভারতের যুগে যে বিজ্ঞান অনেক উন্নত ছিল তা কিন্তু বারংবার সামনে চলে এসেছে। এমনকি রামায়ণ মহাকাব্যের অনেক কিছুর মধ্যে থেকে আজকের বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে তা হাজারবার প্রমাণ পেয়েছে। রামায়ণের অন্যতম প্রধান চরিত্র রাবণ যে পুষ্পক রথ ব্যবহার করতেন, যাতে চেপে সীতা মাতাকে অপরহণ করা হয় সেটাই যে আজকের এরোপ্লেন সেটা কি কোনওভাবে বলে দিতে হবে। তাছাড়া রামায়ণ–মহাভারত দু–দুটি মহাকাব্যেই যে সব অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে তা থেকে এখনকার ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি হয়েছে সেটাও অতি বাস্তব। এরপরেও কি মানতে খুব অসুবিধা হচ্ছে যে মহাভারতের যুগে দূরদর্শন বা ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সঞ্জয়ের মুখে যে যুদ্ধবিবরণী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে এখনকার ইন্টারনেট বা ওই রকম কিছু শক্তিশালী মাধ্যম। যার ব্যবহারের সরাসরি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এইসব মহাকাব্যগুলিতে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তো কোনও অতিরঞ্জিত কথা বলেন নি। যুগ যুগ ধরে যে আলোচনা আমাদের সমাজে চলে আসছে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন মাত্র। ঠাউমা–দিদিমাদের মুখে মুখে সেসব যুগের গৌরবময় অধ্যায় শুনে শুনে একের পর এক প্রজন্ম বড় হয়ে উঠেছে। নিজেদের শক্তিশালী–সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান নিয়ে অহংকার করতে শিখেছেন। অথচ এর পরে যেভাবে কিছু স্বঘোষিত দেশের জাতীয়তাবাদ বিরোধী মানুষ রে রে করে উঠছেন তা নির্লজ্জতার প্রতীক ছাড়া আর কিই বা হতে পারে। এখানে অদ্ভুতভাবে তৃণ–বাম–কং সবে মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছে। ভাবখানা এমন এরকম কথা যেন তাঁরা আগে কখনও শোনেনি। এদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত (যদিও জ্ঞানপাপীদের কিছু বলতে যাওয়া আদ্যন্তে পণ্ডশ্রম) অন্ধ কবি হোমারের ইলিয়ড– ওডিসি শুধু গ্রিস নয় ইউরোপের মধ্যেই একটা বিবর্তন এনে দিয়েছে। সেখানে রামায়ণ–মহাভারতের মতো অসাধারণ মানের দুটি মহাকাব্যকে কে এত পিছনে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানালেও মনে হয় কোনও প্রতিবাদ হয় না।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

এই শক্তির প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং যথাযথভাবে উহার ব্যবহার করা কর্মযোগের অঙ্গবিশেষ। অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ অপরকে সাহায্য করা, জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেদেরই সাহায্য করিতেছি। আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়, কিন্তু যদি আমরা বিশেষ বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিব, আমাদের নিকট হইতে এই জগতের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নাই। তুমি আমি আসিয়া উপকা করিব বলিয়া এই জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। আমি একবার এক (খ্রিষ্টীয়) ধর্মোপদেশে পড়িয়াছিলাম,

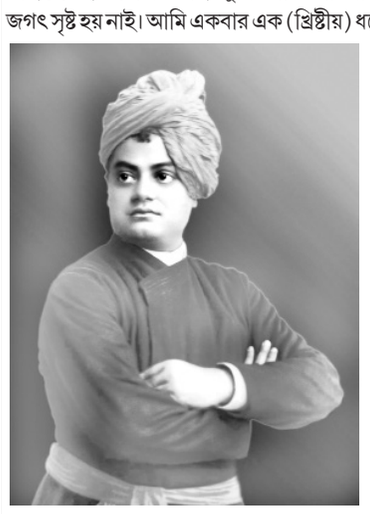

'এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ এখানে আমরা অপরকে সাহায্য করিবার সময় ও সুবিধা পাই।' বাহ্যতঃ ইহা অতি সুন্দর ভাব বটে, কিন্তু জগতে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন এইরূপ বলা কি ঈশ্বরনিন্দা নয়? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যত কাজ করি, তাহার মধ্যে অপরকে সাহায্য করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখিব পরকে সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা। বাল্যকালে আমরা কতকগুলি সাদা ইঁদুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে, তাহাতে ছোট ছোট চাকা ছিল ইঁদুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিত, অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইঁদুরগুলি আর অগ্রসর হইতে পারিত না। এই জগৎ এবং উহাকে সহায্য করাও সেইরূপ। তবে এইটুকু উপকার হয় যে, আমাদের মানসিক। শিক্ষা হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি জগৎ সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার কাছে জগৎ হয় নরম বা শক্ত, ঠাণ্ডা বা গরমরূপে প্রতিভাত হইবে। আমরা একরাশ সুখ বা দুঃখের সমষ্টিমাত্র।

ফেসবুক বার্তা

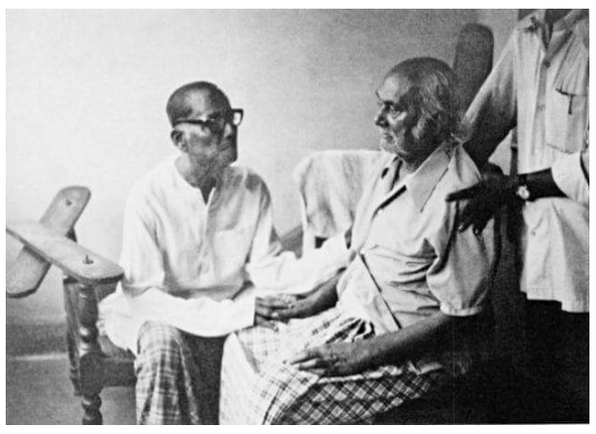

নজরুল ইসলামের এক ছবি ফেসবুকের জানালায় ধরা পড়ল নজরুলের জন্মজয়ন্তী প্রাক্কালে।

জনমূলের একমাত্র জাগ্রত বিবেক অনিতা দেবনাথ–বঙ্গশ্রী পাবেন কি!

উজ্জ্বল গোঁসাই

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর হল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন আলিপুরদুয়ারের একটি গ্রামপঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন অনিতা দেবনাথ। ভোটের দিন ভালোভাবেই ভোট পর্ব চলছিল। কিন্তু চারটের সময় তিনি দেখেন যে তারই দলের ছেলেরা বুথে ঢুকে তাকে জেতানোর জন্য দেদার ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে। এই গণতন্ত্র ধ্বংসলীলার চিত্র দেখে তিনি মর্মাহত হন। বিবেক দংশনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। এইভাবে তিনি জিততে চাননি।

ছোট খবর কিন্তু অভিঘাতের গভীরতা ব্যাপক। উক্ত ঘটনা থেকে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপির ষড়যন্ত্রটা যে বিচ্ছিন্ন ভাব পাঁচশোর অধিক বুথে ঘটেছে তা নয়। সারা রাজ্য জুড়ে একটা সুপরিকল্পিত রূপরেখার নীল নক্শা তৈরি ছিল বহু পূর্ব থেকে। এই কারচুপির রূপরেখা কার্যকর করার পরিকল্পনা হয় নির্বাচনের তিনটি স্তরে। প্রথম স্তর বিরোধীদের (অন্য দল +দলের বিক্ষুব্ধ) মনোনয়ন জমা দিতে না দেওয়া। যার ফলশ্রুতি বাংলার প্রায় দেড় কোটি মানুষ বঞ্চিত হল তাদের ভোটাধিকার থেকে। দ্বিতীয় পর্যায় হল ভোটের দিন বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া। বৈধ ভোটার বা বিরোধী ভোটারদের ভয় দেখানো যাতে তারা বুথে না আসে। আর তৃতীয় ধাপ হল এর পরও যদি মশারি গলে মশা ঢুকে যায় তাহলে গণনাকেন্দ্রে তাকে আটকানো। এবং মিডিয়ার দৌলতে ভারতের জনগণ এক অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল যে গণনাকেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে ব্যালট পেপারে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে এক ব্যক্তি। গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে গণনাকে প্রভাবিত করা পুরানো পদ্ধতি তো ছিলই। এই তিন পর্যায়ে ভোট কারচুপির জন্য প্রশাসনিক পদাধীকারী, পুলিশ প্রশাসন ও পার্টির নেতাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া ছিল। এবং এই কাজের জন্য নির্বাচিত কর্মীও নির্দিষ্ট ছিল। যা সব কেন্দ্রে সব প্রার্থীদের জানানো হয়নি। একদল রোবটসম কর্মীদের অর্থের বিনিময়ে বা চাকরির লোভ দেখিয়ে ভোট সন্ত্রাসের কাজে লাগানো হয়েছিল। যারা নির্দয় নির্মম, বোধহীন হাতে ডান্ডা,বোমা পিস্তল নিয়ে শুধু ঝাঁপিয়ে পড়তেই জানে।

যাকে মারছে কী তার অপরাধ সে বিষয়ে খোঁজ রাখার প্রয়োজনই হয় না তাদের কাছে। যার হয়ে রিগিং করছে সেই প্রার্থীর রিগিং–এর প্রয়োজন কি না তার খোঁজও রাখে না তারা। নিজ দলের প্রার্থী বাধা দিলে তাকেই পিটিয়ে লাশ করে দিতে তাদের হাত কাঁপবে না। যেন টারগেট ফিক্সড করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে। অত্যন্ত সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট প্রশাসন রাজনীতিকদের আঁতাতের ফসল হল এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন।

দ্বিতীয় তৃণমূলের রিগিং মেশিনারি যে ব্যাপক ভাবে গ্রামেগঞ্জে কাজ করেছে এটা বৈধতা পেল অনিতা দেবনাথের প্রতিবাদে। তৃণমূলের নামে বিরোধীরা মিথ্যা অভিযোগ করছে এই বলে আর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ রইল না। উক্ত খবরের তৃতীয় অভিঘাত হল সৎ সাহসের পরিচয় প্রদান। ভোটের মনোনয়ন পর্ব থেকেই অনেক তৃণমূলকর্মীরা মনোনয়নে বাধা দানকে মন থেকে বিবেক থেকে মানতে পারেনি। কিন্তু তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি। ফলে দায়ে পড়ে সকলেই মেনে নিয়েছে। হয়তো ক্ষমতা হারানোর ভয়েই সাহস মুখ লুকিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ যখন অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। যখন প্রতিদিন টিভি'র পর্দায় অনেক অধ্যাপক, শিক্ষক নেতারা জেনে বুঝে পার্টিকে বাঁচাতে ভুরি ভুরি মিথ্যা অভিযোগ তোলেন। সত্যকে চাপা দেওয়ার কি করুণ প্রয়াস তাদের। যখন পার্টির মুখপত্রে বলেন কোথায় কিছু হয় নি। মানুষ ছবিতে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে অথচ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে সব শান্তিপূর্ণ। যখন বাংলার সমগ্র রাজনীতি থেকে সত্য, ন্যায়, গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রায় উধাও ঠিক সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এক সাধারণ অসামান্যা নারী আত্মশক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তাকে সমগ্র বাঙালির পক্ষ থেকে কুর্নিশ জানাই। অতি সহজ সরল সত্যকে চাপ দেওয়ার জন্য কত না মিথ্যার জাল বুনে চলেছি প্রতিনিয়তই। একটি সত্য স্বীকার উক্তি এবং তার প্রতিবাদে সঠিক পদক্ষেপ করে অনিতা দেবনাথ অনেক শিক্ষা দিলেন আমাদের রাজনীতির ধ্বজাধারীদের। ছাপ্পাবাজদের মারতে হল না, রক্তাক্ত করতে হল না। অথচ এমন প্রতিবাদ হল যাতে করে যারা ছাপ্পা দিয়েছে এবং যারা পরিকল্পনা রচনা করেছে তার সকলেই লজ্জা পেল। লজ্জা পেল সেই সব দক্ষ অশোক স্তম্ভধারী 'আইনের রক্ষকরা' যাদের উপর বুথ রক্ষার দায়িত্ব ছিল। লজ্জা পেল শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী ভোট কর্মীরা যাদের দায়িত্ব ছিল ত্রুটিহীন ভোট গ্রহণ করা। এদের কর্তব্যে গাফিলতির জন্যই একদল সৎ নিষ্ঠাবান মানুষের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন একটি গ্রামের মানুষেরা।

তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেলেন। এতো দৃঢ় ভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের লালন করা মহিলা আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। এই শিক্ষাই আমরা পেতে পারি যে আমাদের সঙ্কট থেকে অপর কেউ এসে মুক্তি দিতে পারবে না। আমাদের দৃঢ় মানসিকতাই পারে এই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে সততার প্রতীক দলের নেতারা এই সত্যনিষ্ঠ কর্মীটিকে নিয়ে নাচানাচি করতে পারছে না। যারা রিগিং করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের নিয়ে ঢোল, কাড়া, নাকাড়া নিয়ে আবির মেখে নাচানাচি করছে। কিন্তু যিনি এতো বড় সত্য পদক্ষেপ নিলেন দলের তরফ থেকে একটা অভিনন্দন বার্তাও যায়নি বোধ হয়। মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথা যদি মনের কথা হয় তাহলে তিনি তো চেয়েছিলেন ত্রুটিমুক্ত, ভয়মুক্ত নির্বাচন করতে।

তাহলে এতো বড় ত্রুটি প্রশাসনের চোখে আঙুল দিয়ে যিনি দেখিয়ে দিলেন– যিনি ভয় মুক্ত মনে প্রতিবাদ করলেন তাকে তো বঙ্গশ্রী উপাধি দেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি? চারিদিকে ধান্দাবাজ, তোলাবাজ, মাফিয়ারা যখন দাপাদাপি করে দলের বদনাম করছে তখন এমন সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীকে তো পুরস্কৃত করা উচিৎ। মানুষকে ডেকে ডেকে বলা দরকার যে আমার দলে শুধু অনুব্রত, আরাবুলরা নয় অনিতা দেবনাথও আছে। কিন্তু সরকার বা দল কেউ তা বলতে পারবে না। আমরা তো পারি নাগরিক সমাজ থেকে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে অনিতা দেবনাথকে নাগরিক সম্বর্ধনা দিতে। তাতে আমাদের কিছুটা পাপ স্খালন হয়।

ক্ষ্যাপা কবি অখণ্ড মানবতার সাধক

নির্মল গোস্বামী

'চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে মেয়ে/ মাতা ক'য় ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে / ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন / বেলা বহে যায়, খায়নিকো বাছা, কচিপেটে তার জ্বলে আগুন / আবার ষোলো কোটি টাকা, এল না স্বরাজ! / টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ / মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি,বাঘ খাওহে ঘাস / হেরুন, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ/।

ক্ষ্যাপা শব্দটার আক্ষরিক অর্থ পাগল হলেও বিকৃত মস্তিষ্ক বোঝায় না। একটা বিশেষ ধরণের কাজের প্রতি এমনই ঝোঁক যে পদে পদে বাধা পেয়েও পিছিয়ে যায় না। অনেক কষ্ট–মান–অপমানকে গায়ে না মেখে যে লক্ষের প্রতি অবিচল থাকে। সাংসারিক বুদ্ধিতে যার অনেক সময় অর্থ বা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি কাজকে 'ক্ষ্যাপামি' বলা হয় এবং যে এই ধরণের কাজ করে তাকে ক্ষ্যাপা বলে। যে ক্ষ্যাপা হয় তার মধ্যে একটা বিকল্পতা অবশ্য থাকে। তাই শিল্পের যে কোন শাখাতেই আমরা অনেক ক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। তাদের মধ্যে আবার কবিরা হলেন স্বভাব ক্ষ্যাপা।

আসলে একটা অপূর্ণতা সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়ায়। সব শিল্পীর ক্ষেত্রেই তাই। শিল্পীরা অপূর্ণতাকে ছুঁতে চায় শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে। ভাব প্রকাশের সাধনায় কেউ কেউ স্থিতধি–কেউবা চঞ্চলমতি। চঞ্চলমতিরা একবুক যন্ত্রণা নিয়ে ছুটে বেড়ায় একপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। ভাবকে আত্মস্থ করার পূর্বেই প্রকাশ বেদনায় ছটফট করতে থাকে। কাজি নজরুল ইসলাম তেমনি ক্ষ্যাপামি নিয়ে পরাধীন বাংলার মাটিতে জন্ম নিলেন। গরিব মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে অভাব অনটনকে সহজাত সঙ্গী হিসাবে পেলেন দুখুমিঞা। তবে দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করে জীবনের গতিপথকে ত্বরান্বিত করে গিয়েছেন তিনি। তাই সগর্বে বলেছেন 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করিয়াছ মহান / তুমি মোরে দানিয়াছ সৃষ্টের সম্মান'/

খাওয়া পরার অভাব মেটাতে তিনি কোন্ শৈশবেই বাঁশী হাতে যাত্রাদলের সঙ্গে বাংলার মেঠো পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আবার কখন বা গোরা পল্টনের সঙ্গী হয়ে তুরস্কের রুক্ষ মরুভূমিতে রণতূর্য হাতে দীপ্তপদ ভাবে বিচরণ করেছেন।

কবির ভাব জগতের উথাল–পাথাল কূলপ্লাবী ঢেউ। আর এর উৎসস্থল মানুষ ও সমকালীন সমাজ। সমাজের কোন স্তরে প্রবেশপথে ধরণীর ধূলিকাদায় ধূসরিত যাদের শরীর সেইসব মানুষদের শুধু কাছ থেকে দেখা নয়, তাদের একজন হয়ে তাদের ব্যথা–বেদনা, চাওয়া–পাওয়া, প্রেম–ভালোবাসা, শোষণ–বঞ্চনা, সমাজ–সংস্কার–এ সবের মঞ্চে একাত্ব বোধে সময় কাটিয়ে অভিজ্ঞতার ঝুলিটি পূর্ণ করে দিলেন।

একদিকে ইংরেজ শাসন। গ্রামবাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারদের প্রজাশোষণ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাধীনতার আকাঙ্খা। আর হিন্দু–মুসলমানের বিরোধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দেওয়া দুই ধর্ম, দুই কৃষ্টি, দুই সমাজ সংস্কার একদেশ একদেশ–গায়ে গায়ে বাস। একে অপরকে অবিশ্বাস। ইংরেজ শাসক সুকৌশলে বিভেদের বীজ বপন করে দিয়েছে। এই বিভেদ অখণ্ড জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী।

হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্ম নেতাদের চোখের জলের অভাব নেই অভাব হল দুই ধর্ম। এবং সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে সত্য টেনে বের করা। এবং তা এমন ভাবে করা যাতে তারা নিজেদের লোক ভাবে।

বাইরের মানুষের কাছে আমাদের আচরণ হয় সংযত অনেকটা কৃত্রিমতায় ভরা। মনের আসল ভাবটি গোপনই থাকে। এই আসল মনোভাবটা গোপন খোলস থেকে বের করার মতো নেতার অভাব ছিল।

বাংলার সাহিত্য জগতে নজরুল এই ঘটকালিটা করলেন। ঘটককে যেমন বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়েই নিজেদের লোক ভাবে ঠিক, তেমনই ভাবে নজরুল উভয়সমাজের কাছে গ্রহণীয় ছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি মুসলিম সমাজের ছিলেন আর হিন্দু সংস্কৃতিকে তিনি আত্তীকরণ করেছিলেন। তাই হিন্দুদের দ্বারের অর্গল ছিল হাট করে খোলা। তিনি নিজে তখন দুই সংস্কৃতির মিলিত রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। এবং কাব্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন প্রতি ছত্রে ছত্রে রেখে গিয়েছেন। তিনিই প্রথম বাংলা কবিতায় আরবী, ফার্সি ভাষার শব্দ সংযোজন করেন।

ধর্মের থেকে ধর্মের সংস্কার যখন বড় হয়ে যায় তখনই গোল বাধে ধর্মে ধর্মে। কে কি খাবে কে কি পরবে কে কাকে পূজা করবে এই নিয়েই যত বিরোধ।তখন মানুষের জন্য যে ধর্ম এই বোধটাই ভুলে যায় মানুষ। তখন ধর্মের জন্য মানুষ এটাই বড় হয়। ধর্মের নামে একজন মানুষের আস্তিনের তলায় ছুরি আর একজনের হাতে লাঠি। ক্ষণে ক্ষণে রক্তারক্তি, মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড ঘটে যায়। কবি নিজে বলেছেন আমি এই দুদল মানুষকে হ্যান্ডশেক করাতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

ধর্ম আর মানবতার মধ্যে তত্বগত কোনও ফারাক নেই। কিন্তু ধর্মের দাবি যখন প্রবল হয় তখন মানবতা পদদলিত ও উপেক্ষিত হয়। কিন্তু মানবতা প্রবল হলে ধর্ম সঙ্কুচিত হয় না আরও প্রসারিত হয়। তাই মানবতাবাদীদের অমানবিক রূপ যেমন তুলে ধরেছিলেন তেমনি টিকি দাড়ি পৈতেধারীদের দোষত্রুটি ধরতে কসুর করেন নি।

রাজনীতির প্রয়োজনে অনেক সময় মানবতা উপেক্ষিত হয়। যেমন সদ্য আমাদের অভিজ্ঞতা হল রাজনীতির নামে মানবতা, গণতন্ত্র, সত্যনিষ্ঠতা সব বানের জলে ভেসে গেল। প্রাকস্বাধীনতা যুগেও তেমন অবস্থা ছিল। স্বাধীনতার নামে মানবতার হরণ চলত। আমার কৈফিয়ৎ কবিতা যেখানে রাজনীতির নামে মানবতা পদদলিত হয় তার চিত্র তুলে ধরেছেন 'চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে মেয়ে/ মাতা ক'য় ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে / ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন / বেলা বহে যায়, খায়নিকো বাছা, কচিপেটে তার জ্বলে আগুন / আবার ষোলো কোটি টাকা, এল না স্বরাজ! / টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ / মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি,বাঘ খাওহে ঘাস / হেরুন, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ/।

কোরান, বাইবেল, গীতা, ভাগবৎ, মহাভারত, পূরাণতন্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান। কিন্তু কোথায় তিনি গোঁড়া নন। আবার রাজনীতি করেছেন। সর্বহারা বিপ্লবের সমর্থক হয়ে তিনি শ্রমিক কৃষকের লড়াই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, কিন্তু মূল সুর মানবতার বিচ্যুতি তিনি কোথাও সহ্য করেনি। সেদিনের মতো আজও মানবতা ধর্ম দ্বারা খন্ডিত, রাজনীতি এবং দল দ্বারা সংকুচিত। তিনি ধর্মেও থেকেছেন, রাজনীতিতেও থেকেছেন প্রসারিত মানবতা চর্চার নিরিখে। ধর্মের ক্লেদ, রাজনীতির নোংরা, সমাজের কুসংস্কার সর্বত্র মানবতাকে মলিন করে। সেই জঞ্জাল সাফাই করার জন্য তিনি উতলা হয়েছেন। ছুটে বেড়িয়েছেন ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছেন আবার অনেকের অভিশাপ কুড়িয়েছেন। তাঁর শান্তির জায়গায় ছিল বাঁশীর সুর। তিনি সুর সৃষ্টি করতেন সে সুর অখন্ড মানবতার। তার রেশ আজও আমরা ঋদ্ধ হই। হে বিদ্রোহী কবি তোমাকে কোটি নমস্কার।

পাঠকের কলমে

স্বর্ণ শিল্প ও কারিগরদের রক্ষা করুন

সোনা ও অন্যান্য গহনার ক্ষেত্রে বাঙালির পরিচিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, এই ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করেকম্মে খাচ্ছেন অসংখ্য বাঙালি পরিবার। সে কলকাতা হোক বা রাজ্যের অন্য প্রান্ত কিংবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাঙালি স্বর্ণকারিগররা। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। ঠিকমতো অর্ডার না পাওয়া এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লোভ সাধারণ কারিগরদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই দুরাবস্থার ছবি ও পেশার সঙ্গে জড়িতদের হাহাকারের খবর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তা কাগজের গত ১২ মে সংখ্যায়। যা থেকে সাধারণ পাঠক যেমন উপকৃত হয়েছেন ঠিক তেমনই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা সামনে আনা হয়েছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের। আশা করি তাদের টনক নড়বে।

ইতি, মাখনলাল ঘটক, বরাহনগর

মারণরোগ নিপার মোকাবিলায়

অতীতে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এনসেফেলাইটিস ও চিকনগুনিয়া প্রভৃতি মারণরোগের প্রতিরোধে সামাজিক দায়িত্ব বোধ সামনে রেখে এগিয়ে এসেছে আলিপুর বার্তা তার বিশেষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে। উপকৃত হয়েছেন অসংখ্য পাঠক ও এই রোগে আক্রান্ত মানুষের পরিবার। এখন আবার দক্ষিণ ভারত থেকে আগত নিপা ভাইরাস নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে সারা দেশে। যথারীতি এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয় আমাদের রাজ্যও। আলিপুর বার্তা পত্রিকার কাছে আবেদন তাদের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে আগামী দিনে এই রোগ মোকাবিলা করতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

ইতি, পাঁচুগোপাল দত্ত, বারুইপুর

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

বীরভূম

ঝড়বৃষ্টিতে ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা

অভীক মিত্র : রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হয় চিনপাই সহ বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে। ১০ই মে সকাল ছটা থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হয়। পাচঁড়া ও ভীমগড়া জংশন স্টেশনের মাঝে গাছ পড়ে ওভারহেড তার ছিড়ে অন্ডাল – সাইঁথিয়া রেলপথে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। ফলে দুভোর্গে পড়ে যাত্রীরা। মেরামতির পর শুরু হয় ট্রেন চলাচল। ৮ই মে সন্ধ্যা এবং ৭ই মে বিকালের আধঘন্টার শিলাবৃষ্টি। ৭ মে বিকালে আধ ঘন্টার শিলাবৃষ্টিতে ব্যাহত হলো স্বাভাবিক জনজীবন। বিকাল সাড়ে চারটে থেকে শিলাবৃষ্টি চলে আধঘন্টা। বৃষ্টির সঙ্গে বড়ো বড়ো আকারের শিলাও পড়ে। টানা আধঘন্টার শিলাবৃষ্টিতে কমে গরমের প্রকোপ। চিনপাই,ইলামবাজার, সিউড়ি, পাড়ুই সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে হয় শিলাবৃষ্টি। ৬০নং জাতীয় সড়কে কচুজোড় পেট্রোলপাম্পের কাছে গাছ পড়ে ব্যাহত হয় যানচলাচল। বোলপুর এবং পাড়ুই এলাকায় ফল,আনাজ,বোরো ধান চাষে ক্ষতি হয়। সাঁইথিয়া জংশন রেলস্টেশনে ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওভারহেড তারের প্যান্টোলাম ছিড়ে জখম হলো চুরকু হাসঁদা নামে এক যাত্রী। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরফলে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা।

সিউড়িতে সংগীত আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সঙ্গীত শিল্পী দেবীপ্রসাদ ঘোষের সহযোগিতায় এবং ‘রাগিনীর অনুরাগ’র উদ্যোগে সিউড়ি শহরের সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে ১৭ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে সিউড়ি এবিটিএ হলের ‘সত্যপ্রিয় সভাকক্ষে’ ‘সংগীত আড্ডা’ অনুষ্ঠিত হলো। শুরুতে শম্পা দালাল দুটি নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। খুদে শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনে করতালিতে চারিদিক মুখরিত হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতপ্রেমীদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

প্রতিবাদ পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের ডিউটি করতে গিয়ে নিখোজ থাকার পর রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় প্রিসাইডিং অফিসার ইংরেজি শিক্ষক রাজকুমার রায়ের দেহ। রায়গঞ্জের এই ঘটনায় তোলপাড় হয় রাজ্য। প্রতিবাদের ঢেউ উঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ১৭ই মে বিকালে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডের বইপত্র দোকানের সামনে প্রতিবাদ পথসভা করে এবিটিএ সমর্থিত শিক্ষকসমাজ। বক্তব্য রাখেন এবিটিএ বীরভূম জেলা সম্পাদক আশিস বিশ্বাস সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা। কালো ব্যাজ পরিয়ে প্রতিবাদ করে এসএফআই সদস্যরা। ১৮ই মে নলহাটি এবং সিউড়িতে রায়গঞ্জের ঘটনার প্রতিবাদে সভা করে শিক্ষকসমাজ।

দোকানে লরি, মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : লরি কিনে চালানো শিখছিলো মিত্রপুর গ্রামের নিধন খান। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রবিবার সকালে বাড়ি লাগোয়া চায়ের দোকানে ঢুকে যায় লরিটি। ঘটনাস্থলে মারা যায় সেন্টু শেখ এবং আরবেস খান। জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় আলিম শেখ। নিধন খান পলাতক। সকাল সাতটায় কামারপাড়া বাসস্টপেজের কাছে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা লরিকে ধাক্কা মারে বোলপুরগামী একটি বেসরকারি বাস। জখম পাচঁ যাত্রী ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। সলপা বালিঘাটের কাছে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো অপর এক লরিচালকের। মৃতের নাম উত্তম কর্মকার।

ছয় বুথে পুনর্নির্বাচন বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের দিন নজর ছিলো বীরভূমের দিকে। ১৪ই মে সোমবার রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তের সঙ্গে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর–১ এবং ২নং,রাজনগর,নলহাটি–১,মহম্মদবাজার ব্লকের গ্রামপঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতসমিতির আসনে অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চায়েত নির্বাচন। আকালীপুর,রাজচন্দ্রপুর, রাজনগরের নতুনগ্রাম সহ বেশ কিছু এলাকার বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। কুলিয়া গ্রামের ভোটকেন্দ্রে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠছে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। মৌলডাঙা সিবি হাইস্কুলে ভোটকেন্দ্রের ছাদে বোমা মারা এবং জানলা ভেঙে ব্যালট বাক্স লুঠের অভিযোগ উঠেছে। বুইচা গ্রামে প্রিসাইডিং অফিসারকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বহিরাগত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। কুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮নং বুথে ব্যালট বাক্স ভাঙার অভিযোগে বিজেপিপ্রার্থী সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশি ঘেরাটোপে মহম্মদবাজার ব্লকের চারটি এবং ময়ূরেশ্বর–১ ব্লকের ঝিকোড্ডা গ্রামপঞ্চায়েতের দুটি মোট ছয়টি বুথে পুনর্নির্বাচন হলো ১৬ই মে বুধবার। সবশেষে বলাই যায়, দু– একটি কেন্দ্রে গণ্ডগোল ছাড়া শান্তিতে ভোট হয়েছে বীরভূমে।

খাদান বিস্ফোরণে মৃত পাচঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ মে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শিকারিপাড়া থানার কুলকলি গ্রামের লিটিপাড়ায় অবৈধ পাথর খাদানে মেশিন দিয়ে মাটি সরানোর সময় বিস্ফোরণে মারা গেলো পাচঁজন। মৃতরা হলো বীরভূম জেলার মাঠমহুলা গ্রামের বিমল ভান্ডারী খাদান ম্যানেজার, চাদাঁ গ্রামের রাকেশ রায়,ঝাড়খন্ডের গোসাইপুর গ্রামের লাদেন শেখ, দাদা সফিকুল শেখ। অপরজনের পরিচয় জানা যায় নি। দেহ লোপাটের অভিযোগ করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। খাদান মালিক বৈদ্যনাথ মন্ডল। পরে এলাকা থেকে উদ্ধার হয় কুড়িটি জিলোটিন স্টিক এবং কুড়িটি ডিটোনেটর।

অবৈধ সম্পর্কে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইটভাটা মালিক মোজেফের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জন্য ৭ই মে রাত্রে মুরারই থানার কোড়ঁপাড়া গ্রামে জবা কোড়াঁ নামে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো মোজেফের পরিবারের বিরুদ্ধে। ১০ই মে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় জবা। মুরারই থানায় চারজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে জবার পরিবার।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি লালকুঠিপাড়ায় মিষ্টি দেওয়ার নাম করে ডেকে ছয় বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো বাড়িওয়ালা নাজিবুদ্দিন ওরফে খোকন শেখের বিরুদ্ধে। ২৪শে এপ্রিল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২৫শে এপ্রিল ধৃতকে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় সিউড়ি আদালত। ফাঁসানো হয়েছে দাবি অভিযুক্তের।

গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরাতনগ্রাম কানাদিঘী আদিবাসীপাড়ার ইটভাটায় এক আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো অবিনাশ বেসরা,চন্ডী বেসরা, পাচুঁ বাস্কী নামে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। কাউকে বললে প্রাণনাশের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। মহম্মদবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্যাটেলনগর হাসপাতালে কিশোরীর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ এক যুবককে আটক করেছে।

জোড়া আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঋণের দায়ে মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ছেলেকে বিষ খাইয়ে নিজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো বাবা। ১৫ই মে সন্ধ্যায় সিউড়ি নুড়াইপাড়ায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটলো। মৃতরা হলো বাবা সিদ্ধার্থ চক্রবর্ত্তী এবং ছেলে শঙ্খদীপ চক্রবর্ত্তী। আধঘন্টার ব্যবধানে দুজনে মারা যায়। উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূমে তৃণমূলের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রথমদিন থেকেই রক্তাক্ত হয়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিলো বীরভূম জেলা। ভোটের দিনেও ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেইসবকে দূরে সরিয়ে রেখে বীরভূম জেলার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়লাভ করলো রাজ্যের শাসকদল। ময়ূরেশ্বর–১ নং ব্লকের মল্লারপুর–১ নং গ্রামপঞ্চায়েত এবং মহম্মদবাজার ব্লকের গণপুর গ্রামপঞ্চায়েত জিতলো বিজেপি। দীর্ঘদিন বিজেপির দখলে থাকা ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এবার জিতলো তৃণমূল। বিজেপি প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মন্ডল ময়ূরেশ্বর গ্রামপঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণবহড়া গ্রাম থেকে জিতেছেন। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মল্লারপুরের বাহিনা মোড়ে মহরমের চাদাঁ ঝামেলায় নিহত ইন্দ্রজিৎ দত্তকে জয় উৎসর্গ করেছে মল্লারপুরের বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা। জেলায় প্রধান বিরোধী দল হিসাবে উঠে এসেছে বিজেপি। ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে বাম ও কংগ্রেস।

পঞ্চায়েত সমিতি

মোট আসন	ভোট হয়েছে	তৃণমূল	বিজেপি	সিপিএম	কংগ্রেস	নির্দল
৪৬৫	৬০	৫০	০৯	০১	০০	০০

গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন	ভোট হয়েছে	তৃণমূল	বিজেপি	সিপিএম	ফঃ বঃ	কংগ্রেস	নির্দল
২২৪৭	২৭৯	২০৫	৬৩	০৫	০১	০১	০৪

স্ত্রীকে ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, পাথরপ্রতিমা থানার পশ্চিম দ্বারিকাপুর এলাকায়। মৃতা নমিতা দাস (২৬)। ৯ বছর আগে পাথরপ্রতিমার কুমারপুরের বাসিন্দা নমিতা দাসের সঙ্গে নেপাল দাসের বিয়ে হয়। নেপাল দাসের পাথরপ্রতিমা বাজারে একটি জুতোর দোকান আছে। তাঁদের ৬ বছরের একজন পুত্র সন্তান ও ৮ মাসের কন্যাসন্তান রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে নমিতা ঘুম থেকে উঠছে না দেখে, তাঁর জা টুসি দাস তাঁকে ডাকতে যান। টুসি গিয়ে দরজা খুলে দেখেন, নমিতা গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। তাঁর দুই সন্তান তখনও খাটে ঘুমিয়ে রয়েছে। নমিতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে টুসি চিৎকার শুরু করে। চিৎকার শুনে বাড়ির বাকি লোকজন ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পাথরপ্রতিমা থানায়। পরে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরিবার সুত্রে স্বামীর ভাই মঙ্গল দাস বলেন, পরিবারে আমরা আলাদা থাকি। দাদাদের সংসার ভালোই চলছিল। তবে দাদা ইদানীং একটি মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই নিয়ে বৌদির সাথে দাদার প্রায় ঝগড়া হত। মারধর করত। বৌদি সব সহ্য করত। পরে কি হল আমরা বুঝতে পারছি না। কেনই বা বৌদি গলায় ফাঁস দিল বুঝতে পারছি না। পুলিশ মৃতদেহটি কাকদ্বীপ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠায়। নমিতা দাসের বাড়ির লোকেরা খুনের অভিযোগ তুলেছে। নমিতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, তাঁকে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তারপরই তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করেছে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে স্বামী নেপাল দাস পলাতক।

ব্ল্যাকমেল করে ভুল কাগজে সই

প্রথম পাতার পর

তবে তাঁর অভিযোগ, অসত্য তথ্য সম্বলিত কাগজে তাঁকে সই করানোর জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। তাছাড়া যেভাবে বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। পুরোটাই তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য করা হচ্ছে বলে দাবি মেয়রের। তিনি বলেন, আগে পুরো বিষয়ের সঙ্গে দলকে জড়ানোর চেষ্টা করেছেন রত্নাদেবী। কিন্তু এটা একান্তই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়। ক্ষুব্ধ মেয়র জানান, তাঁর মতো অবস্থা যেন তাঁর অতিবড় শত্রুরও না হয়।

বিবাহবিচ্ছেদ চলাকালীন নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। কখনও রত্নাদেবীর বাড়িতে বাউন্সার পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে মেয়রের বিরুদ্ধে। কখনও রত্নাদেবী জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। আদালতে সম্পর্ক জোড়া লাগানোর প্রস্তাবও দিয়েছিলেন রত্নাদেবী। তবে কোনওভাবেই নিজের অবস্থান থেকে সরেননি মেয়র। ঘটনা পরম্পরায় এদিনের বিষয়টি যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। এরপরই মেয়রের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। রুজু করা হয়েছে মামলা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ, ফলতা

গ্রাম + পোঃ–সহরারহাট, দক্ষিন চব্বিশ পরগনা

পিনঃ– ৭৪৩৫০৪

দুরভাস : ০৩১৭৪–২২৫৫২৫

বিজ্ঞপ্তি নং : ১১৫/আই.সি.ডি.এস./ফলতা

তাং: ২৫/০৫/২০১৮

এতদ্বারা শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা, সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার পক্ষ থেকে ‘খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য দ্রব্য মজুতকরণ ও অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে খাদ্য সামগ্রী পরিবহন’ করার জন্য ইচ্ছুক উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠাণ, সমবায় সমিতি প্রভৃতির নিকট হইতে মুখবন্ধ দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদন পত্র ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে ২৮/০৫/২০১৮ হইতে ১১/০৬/২০১৮ পর্যন্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। যথাযথ ভাবে পূরণ করা আবেদন পত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২৮/০৫/২০১৮ হইতে ১১/০৬/২০১৮ পর্যন্ত সরকারি কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

স্বাক্ষর

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা

সহরার হাট, দক্ষিন ২৪ পরগণা

116/ICDS/Falta / 25/5/18

দীর্ঘদিন পর লাল দুর্গ ভেঙে সবুজের ঝড় পাথরপ্রতিমায়

মেহেবুব গাজী, পাথরপ্রতিমা: তৃণমূলের সবুজ ঝড়ে বহুবছরের বামেদের ঘর ধুলিসাৎ হয়ে গেল পাথরপ্রতিমা ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর এই পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে এল। শুরুর প্রথমে কংগ্রেস আর পরের দিকে সিপিএম ক্ষমতায় ছিল। এর পরে সিপিএম ও কংগ্রেস জোট বেঁধেও লড়াই করেছে। এবারের লড়াইও ছিল জোটের। ১৭ টা আসন নিয়ে এই পঞ্চায়েত। ১০টা আসন পেয়েছে তৃণমূল আর ৬টা সিপিএম ও একটা কংগ্রেস পেয়েছে। ভোটে জেতার পর এলাকার মানুষের উচ্ছ্বাস বেড়েছে। তিনটি পঞ্চায়েত সমিতি পায় তৃণমূল কংগ্রেস।

চারিদিকে জঙ্গল বেষ্টিত এই দ্বীপ। কার্জন ক্রিক নদী, ওয়ার্ল্ড ক্রিক নদী, আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর নদী বয়ে গিয়েছে। এই দ্বীপের কিছুটা দূরে লুথিয়ান আর ধঞ্চির জঙ্গল। এখানকার মানুষ প্রধানত মৎসজীবী ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। বেশ কিছু মানুষ আবার নৌকায় করে পর্যটক দের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর পেশার সাথেও যুক্ত থাকে। শীতের সময় এই এলাকার মানুষ এই পেশার সাথে বেশি যুক্ত থাকে। তৃণমূলকে হারাতে এই এলাকা থেকে সিপিএম ও কংগ্রেস জোটে লড়েছে। তৃণমূল প্রার্থী পরিমল বারিক সিপিএম প্রার্থী শ্রীমন্ত হুজ্জাইত কে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাস জোটের প্রার্থী দেবব্রত আড়িকে হারায়,

তৃণমূল প্রার্থী গৌরী বারিক সিপিএম প্রার্থী নমিতা জানাকে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী ঝুমা কপাট সিপিএম প্রার্থী কবিতা দাসকে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী উৎপল খাটুয়া তাপস খাটুয়াকে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী শ্যামল পাত্র সিপিএম প্রার্থী গৌরহরি জানাকে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী অনুপমা বেরা জোটের প্রার্থী ঝর্ণা মাইতিকে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী প্রণব পাহাড়ি জোটের প্রার্থী ফণিন্দ্রনাথ গিরিকে হারায়, তৃণমূল প্রার্থী অঞ্জলী মাইতি সিপিএম প্রার্থী নিলীমা মন্ডল ঘোড়ুই কে হারায়, ও তৃণমূল প্রার্থী নিশিকান্ত মান্না সিপিএম প্রার্থী অমলেন্দু প্রেররা কে হারায়। এর পাশাপাশি তিনটি পঞ্চায়েত সমিতিতেও তৃণমূল পায়। ৩৬ নম্বর বুথের তৃণমূলের প্রার্থী শঙ্কর পাত্র জোটের প্রার্থী অজয় ঘোড়ুইকে হারায়, ৩৫ নম্বর বুথের তৃণমূলের প্রার্থী রূপালী দোলুই জানা কংগ্রেস প্রার্থী সুলতা মিদ্যাকে হারায় ও ৩৪ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী মতিলাল মাইতি সিপিএম প্রার্থী শ্রীমন্ত শাসমলকে হারায়।

দীর্ঘ বহুবছর পর এই পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে আসার পর এখানকার মানুষের কাছে একটাই প্রশ্ন যে এলাকায় কাজ করতে হবে যথেষ্ট ভাবে।

এলাকার মানুষের দাবি বেশ কিছু রাস্তাঘাট বাকি আছে। তবে এখানকার যে মূল সমস্যা তা হল নদী বাঁধ। গোবিন্দপুর, ব্রজবল্লভপুর ও ক্ষেত্রমোহনপুর বেশ কিছু এলাকায় নদী বাঁধ এর কাজ হলেও তবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কিছু এলাকার সমস্যা থাকায় আয়লা নদী বাঁধের কাজ অনেকটাই অসম্পুর্ণ হয়ে আছে। বর্ষায় জোয়ারের জল ঢুকে অনেক সময় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। স্থানীয় ব্রজবল্লভপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে সমস্যা আছে। বর্ষায় খুব সমস্যা পড়তে হয়। দুজন চিকিৎসক আছেন বর্তমানে। চিকিৎসক অমিত কুমার জানা বলেন, বিদ্যুত না থাকায় খুব অসুবিধা তে পড়তে হয়। রাতে সৌরশক্তির বিদ্যুতে এ কাজ করতে হয়। এই এলাকায় তৃণমূল জেতার পর বিধায়ক সমীর জানা একটি সভা করেন। স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলেন। এলাকার মানুষ দাবি রাখেন অনেক বিষয় নিয়ে। এলাকার মানুষ এলাকার অনেক রাস্তা পাকা করার দাবী তোলেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র কে আধুনীকরন কথা জানায়। বিধায়ক সমীর জানা জানান এই পঞ্চায়েত দীর্ঘদিন পর এই প্রথম মা মাটি মানুষের সরকার আমরা জিতলাম। এলাকার মানুষের কাছে আমার হৃদয়ের শুভেচ্ছা রইল। আমি এলাকার মানুষের কাজের সব দিকে খেয়াল রাখব ও তাদের সব দাবিগুলো যথেচ্ছ ভাবে বাস্তবে রূপায়ণ করব। উন্নয়েনের নিরিখে যত কাজ বাকি আছে সেগুলো আমরা করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা রাজ্যে যেভাবে উন্নয়নের কাজ করছেন তাঁর সেই উন্নয়নের কাজ এখানেও চলবে দ্রুত গতিতে। এলাকার প্রবীন শিক্ষক তাপস বেরা জানায়, আমাদের এখানে রাস্তাঘাট হোক আর সমস্ত জায়গায় বিদ্যুতায়ন করা হোক। আর সবথেকে বড় বিষয় আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যে বেহাল দশা সেটার ঠিকভাবে গ। উঠুক সুন্দরভাবে এটাই আমার দাবি। এদিনে অনুষ্ঠানে বিধায়ক সমীর জানার পাশাপাশি দেশের সেরা প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা, শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ হিমাংশু শেখর রাউত ও আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূলের বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি গ্রামপঞ্চায়েতে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতা ধরে রাখলো শাসক তৃণমূল। আর সেই জয়ের আনন্দে বুধবার সকালে গদখালি থেকে মোকাবেড়িয়ার বড়কাছারি মন্দির পর্যন্ত দলীয় পতাকা নিয়ে চলে বিজয় মিছিল। সঙ্গে বড় কাছারি মন্দিরের পুজো দেওয়ার আয়োজন।

এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের বহু আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধী বা কোনও নির্দল। উপরন্তু অনেকে মনোনয়ন দিলেও স্কুটিনি পদ্ধতির পর অনেক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়।মজার বিষয় এই গ্রামপঞ্চায়েতে ১২ টি আসনে বিরোধীদের সাথে লড়াই করে নিরপেক্ষ ভাবে জনতার বিপুল রায় নিয়ে ১০ আসনে জয়লাভ করে তৃণমুল কংগ্রেস।দাপট দেখালেও জনসাধারণের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে দুটি আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় বিজেপিকে।এমনকি এই গ্রামপঞ্চায়েতের তিন পঞ্চায়েত সমিতির আসনেও বিরোধীরা ধরাশায়ী হয়েছে।পুনরায় মসজিদবাটি গ্রামপঞ্চায়েত দখল করার আনন্দে বুধবার সকালে গদখালি থেকে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

তাসা–ব্যাঞ্জ সহযোগে এই বিজয় মিছিল বিস্তীর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ বিষয়ে গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের স্নেহধন্য তৃণমুলের টিকিটে জয়ী প্রাক্তন মসজিদবাটি পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার বলেন, গত পাঁচ বছরে এলাকায় যা উন্নয়ন হয়েছে তা দেখে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার সাহস দেখায় নি। শুধু এই গ্রাম পঞ্চায়েতে নয় বাসন্তী বিধানসভারও বেশিরভাগ আসনে আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

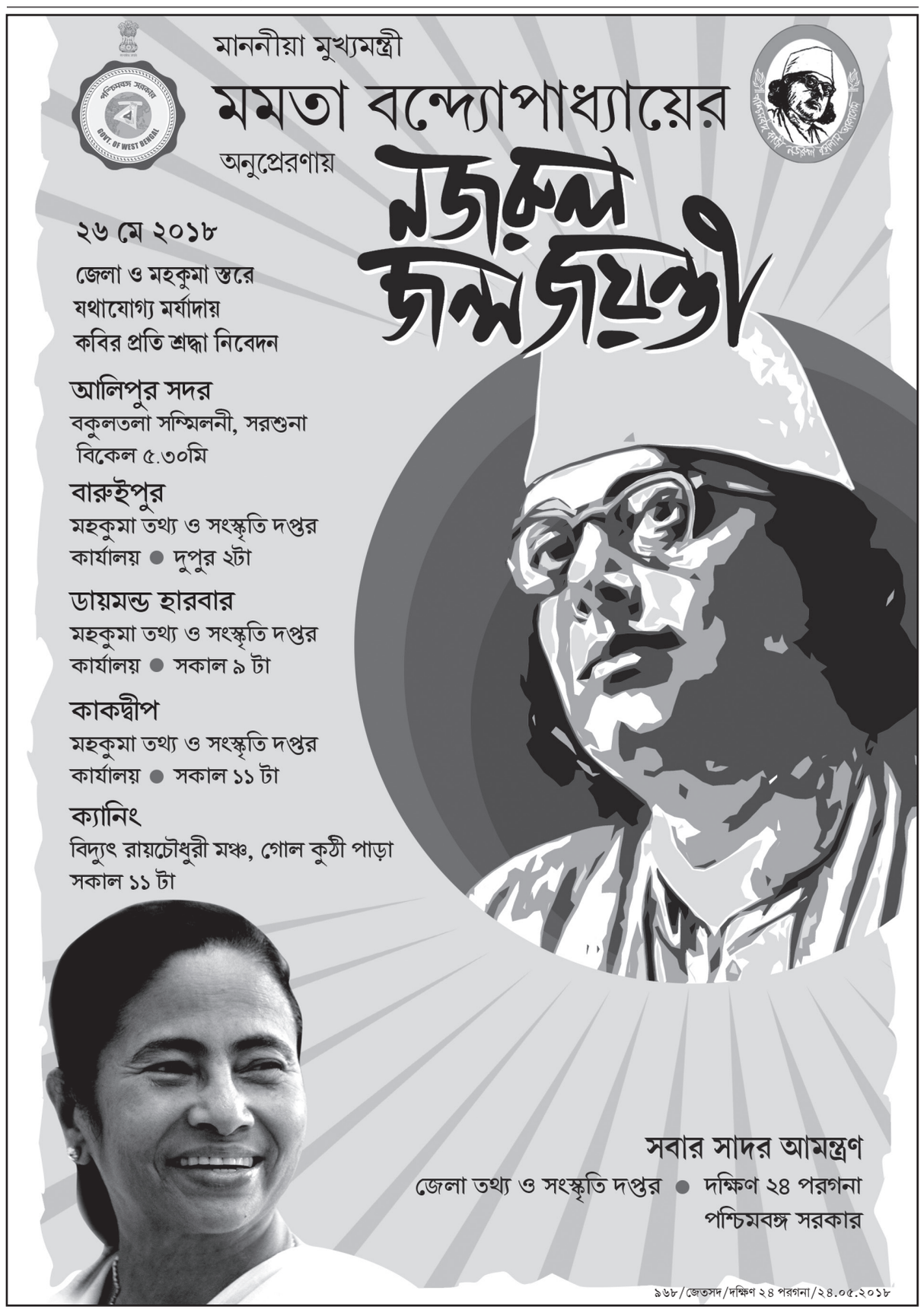

মহানগরে

বেআইনি হোর্ডিং মুক্ত কলকাতা

বরুণ মণ্ডল : শুধু ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষপুর লেকের চারধারে বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার হোর্ডিং টাঙানো নয়। কলকাতা মহানগরের সর্বত্র ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বত্রস্থলে সেটা ভূপৃষ্ঠে বা বাড়ির ছাদে যেখানেই হোক না, বিনা অনুমতিতে যেখানে যতো বেআইনি হোর্ডিং টাঙানো হয়েছে, সে বিষয়ে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

দেবাশিসবাবু এ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অস্থায়ী বেআইনি বিজ্ঞাপনগুলি খোলার জন্য প্রায় অভিযান চালানো হচ্ছে। বেআইনি বা প্রাইভেট হোর্ডিং যে সমস্ত বাড়ির ছাদে রয়েছে তার মালিককে এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে 'নোটিশ' পাঠানো হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোহার কাঠামোসহ তা খুলে না নিলে তা পুর বিজ্ঞাপন দফতরের উদ্যোগে

সেগুলি খুলে নেওয়া হচ্ছে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'হোর্ডিং'গুলি কালো কালি দিয়ে মুছে দেওয়া হচ্ছে। শহরের সমস্ত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনগুলি চিহ্নিত করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বেআইনি বিজ্ঞাপনগুলি চিহ্নিত করা ও সেসব বিজ্ঞাপন বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেবাশিসবাবু আরও বলেন, শহর কলকাতার দিগন্তকে দৃশ্যদূষণমুক্ত রাখতে পুর বিজ্ঞাপন দফতরের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এছাড়াও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই দফতর নানাবিধ বার্তার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন বাড়িতে ও রাস্তার ধারে অবৈধ–হোর্ডিং লাগানোর প্রতিরোধে বিজ্ঞাপন দফতর সর্বদা নজর রাখছে। সারা বছর ধরে শহরের বিভিন্ন বাড়ির ছাদ অথবা ঘটি থেকে অবৈধ হোর্ডিং–এর লোহার কাঠামোগুলিকে সরানো হয়। শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে সমস্ত অবৈধ হোর্ডিং ব্যানার, কিয়স্ক সরানোর জন্য আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। এদিকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত স্ট্রিট–হোর্ডিংকে মোনোপোল হোর্ডিং–এ রূপান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

বেহালায় জলের চাপ বৃদ্ধিতে বুস্টার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সার্বিকভাবে সারা কলকাতা মহানগরের সেটা উত্তরের সিঁথির কোল থেকে দক্ষিণে জোকার কোল এবং পূর্বে যাদবপুরের কোল থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচের কোল, ১–১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে আট থেকে ন'টি অভিজ্ঞ পুর প্রতিনিধির সামগ্রিক আলোচনার যে সিদ্ধান্ত হল, কলকাতার প্রকৃত পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার চার থেকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ১০–১২টি পকেটে।' এই হল কলকাতা মহানগরের ভয়াবহ পানীয় জল সমস্যা নিয়ে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ২২ মিনিটের জবাবি ভাষণের মোদ্দা বক্তব্য। একই সঙ্গে মহানাগরিকের আরও একটি বক্তব্য বর্তমান কলকাতায় যে শ'খানেক 'বিগ–ডায়ার' চলছে আর 'ইমিডিয়েট' প্রয়োজনের লক্ষ্যে যে ক'টি বসানো হচ্ছে। আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে তা আর চালু থাকবে না। সারা কলকাতাবাসীকে দৈনিক ১২ ঘন্টা গঙ্গার পরিস্রুত পানীয় জল দিতে কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান পুর বোর্ড দায়বদ্ধ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঙ্গার পরিস্রুত জলের চাপবৃদ্ধিতে পূর্ব বেহালার ১২০ নম্বর ওয়ার্ডের কোকোলা বাগান মাঠের এক প্রান্তে 'স্বামী বিবেকানন্দ বুস্টার পাম্পিং স্টেশন' গড়ে তোলা হল। গত ১৭ মে সেটির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ১৩ নম্বর বরো কমিটি অধ্যক্ষ সুশান্ত ঘোষ। পুর জল দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল বিভাস কুমার মাইতি, ওএসডি মৈনাক মুখোপাধ্যায়, বরো ১৬–র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনুপম গুহ, জল দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সমীর ঘোষ, পুরপ্রতিনিধি সুদীপ পোল্লে প্রমুখ।

ছ'লক্ষ লিটার জলধারণ ক্ষমতাযুক্ত ২০ হর্স পাওয়ারের আটটি অত্যাধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল সাব–মার্সিবল পাম্প–মোটর সেটযুক্ত এই পাম্পিং স্টেশন তৈরিতে ব্যয়

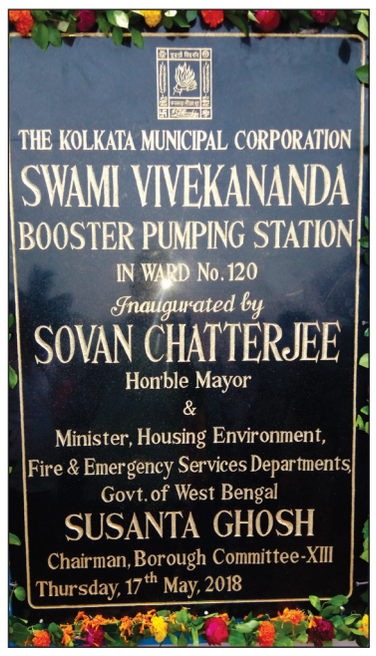

হয় ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। গত ১৮ মে–র সকাল ৭টা থেকে বেহালার ১২০ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত শিশির বাগান রোড, বামাচরণ রায় রোড, সত্যেন রায় ব্রাঞ্চ রোড–সহ এই তিন রোডের সংলগ্ন এলাকায় যেখানে পানীয় জলের চাপের সমস্যা ছিল সেটা আর থাকবে না। গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে সরবরাহ হওয়া পরিস্রুত পানীয় জলের চাপ বৃদ্ধিতে এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে।

কলকাতা পুরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরের লক্ষ্য আগামী দিন কলকাতার যে সমস্ত পকেটে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে সেখানে যদি ছোটো মাপের জায়গার ব্যবস্থা পুরবাসীরা করে দিতে পারে, পুর জল দফতর সেখানে দেড়– দু' কোটি টাকা ব্যয়ে ছোটো মাপের বুস্টার পাম্পিং স্টেশন করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, গত তিন বছরে সারা কলকাতায় ছোটো মাপের এমন ১২টি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে।

বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রদানের মঞ্চে প্রাপক ও প্রাপকদের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ভারতসেরা কোকিলকণ্ঠী আশা ভোঁসলে।

হলদিয়া এগিয়ে চলেছে : শুভেন্দু

২৫ মে ২০১৮ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে হলদিয়ার সতীশ সামন্ত ট্রেড সেন্টার অডিটোরিয়ামে হলদিয়া নিয়ে এক আলোচনার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী তথা হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, হলদিয়ার উন্নয়ন প্রকল্পে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে বেসরকারি সংস্থা। এছাড়াও হলদিয়ার ডকে ৫০ বেডের ট্রমা কেয়ার সেন্টারেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ৬০০ একরের জমি ব্যবসার জন্য হলদিয়ায় প্রস্তুত। এবং তিনি ব্যবসায়ীদের আহ্বান করেন বিনিয়োগের জন্য। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের ডেপুটি চেয়ারম্যান জি সেন্থিলভেল, পূর্ব মেদিনীপুরের সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আইপিএস ভি সোলোমন নেসাকুমার, হলদিয়ার রিফাইনারির ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশানের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সি কে তিওয়ারি, হলদিয়ার পেট্রো কেমিকেলসের মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিটি বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দন সেনগুপ্ত, হলদিয়া পেট্রো কেমিকেলস লিমিটেডের কিউ সি হেড, এন এন মিশ্রা পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের এম এন বন্দ্যোপাধ্যায়, হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রফেসর ডঃ গৌরীশঙ্কর কেশরী ও অন্যান্যরা।

পোল্যান্ডে ইউরোপিয়ান ইকনমিক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কলকাতা ফিরলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস দফতরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেখানে কয়লা উত্তোলনের আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানান শোভনবাবু।

তথ্য ও ছবি : তাপস রায়

দেশ–দেশান্তরে

লুঠের মাল পেট্রোল–ডিজেল

বিশেষ প্রতিনিধি : বিশ্লেষকদের অভিমত যে অমূলক নয় তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কুমারস্বামীর শপথ অনুষ্ঠানে। জমার আশা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছানা কেটে গিয়েছে বিজেপি বিরোধী জোটের। মমতা, যিনি বিরোধী জোটের মধ্যমণি বলে নিজেকে দাবি করেন তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, আঞ্চলিক দলগুলি তাদের মতো চলবে। কংগ্রেস চলবে তার মতো। রাজনৈতিক, সাংবাদিক মহলে অনেক জল্পনা–কল্পনা পাখা মেললেও সৌজন্য বিনিময় ছাড়া মমতার সঙ্গে সামান্য আলোচনাটুকুও হয় নি সোনিয়া রাহুলের। এক নবীন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে মমতার এ লড়াই নেতৃত্ব প্রাপ্তির। নিজেকে পিছনে রেখে কংগ্রেসকে সামনের সারিতে এগিয়ে দিতে তিনি নারাজ। তাই বার্তা দিয়ে রেখেছেন, আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে টক্কর দিতে আসলে চূর্ণ হয়ে যেতে হবে। ফলে কুমারস্বামী ইনিংসেও চূর্ণ হয়ে গেল বিজেপি বিরোধী জোটের সম্ভাবনাও।

রমজানকেও অপবিত্র করছে পাকিস্তান

বিশেষ প্রতিনিধি : চলছে পবিত্র রমজান। জম্মু–কাশ্মীর সীমান্তে চলছে যুদ্ধ বিরতি। মুখ্যমন্ত্রীর অস্ত্রবিরতির আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মেনে নিয়েছে অস্ত্রবিরতি। কিন্তু পাকিস্তানের শয়তানির খামতি নেই। সীমান্ত পার করে প্রতিদিনই চলছে আক্রমণ। চলছে ইঁট বর্ষণও। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা শুধু সেনাদের আক্রমণ করেই শান্ত থাকছে না। প্রাণ নিচ্ছে সাধারণ মানুষেরও। বাদ যাচ্ছে না দুধের বাচ্চা। পাশবিক এই অত্যাচারীদের মদত দিচ্ছে কাশ্মীরের একাংশ কিছু ভারতবাসী।

অরুণাচলের দেশে

বিশেষ প্রতিনিধি : অরুণাচল প্রদেশের ভারত চিন সীমান্তে আবিষ্কৃত হয়েছে সোনা–রূপোর খনি। ফলে সেখানে চিনের তৎপরতা বাড়বে বলে মনে করছে ভারত। নজরদারি বাড়াতে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনিতে অরুণাচল নিয়ে চিনের লাগাতার প্রচার মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত করে দুদেশের রাজনীতি। তার মধ্যে এই খনি এলাকার উত্তাপ বাড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। সঙ্গে অরুণাচলে ফের চালু হয়েছে বিমান পরিষেবা। সাড়াও মিলছে ভালো। সব মিলিয়ে গত কয়েকদিনের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিয়েছে অরুণাচল প্রদেশ।

ছানা কেটে গেল বিরোধী জোটের

বিশেষ প্রতিনিধি : ফেডারেল না ইউপিএ। বর্তমান ভারতের রাজনীতির এই লাখ টাকার প্রশ্নের উত্তর কুমারস্বামীর শপথ মঞ্চ দিতে পারবে বলে মনে করেন না রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কিছু দেখা, কিছু কথা, কিছু সম্ভাবনাতেই সম্ভবত থেমে থাকবে এই জমায়েত। যদিও সারা ভারতবাসীর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল কুমারস্বামীর শপথ অনুষ্ঠান। তবে এটা ঠিক চন্দ্রবাবু, ওয়াই চন্দ্রশেখর ও মমতার সাম্প্রতিক দিল্লি দৌত্যের পর ফের একসঙ্গে দাঁড়াবার একটা মঞ্চ করে দিয়েছিলেন দেবগৌড়া পুত্র।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ২০১৯ সালের আগামী নির্বাচনে জোট রাজনীতির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে কর্ণাটক বিধানসভার সাফল্যের উপর। একে অপরকে বিষোদ্গার করে জিতে আসার পর সাপে নেউলে মিলে গিয়ে সরকার চালানো কর্ণাটক জনগণের কাছে ধাক্কা সরকারকে সহ্য করতে হবে তা ভবিষ্যত বলবে। মনে রাখতে হবে কংগ্রেসের সমর্থন থাকলেও বিহারে বিজেপি বিরোধী জোট বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

দ্বিতীয়ত কুমার স্বামীর মঞ্চের সামনে যারা পাশাপাশি এসে বসলেন তারা নানা রাজ্যে যুযুধান মুখোমুখি লড়াইয়ে সামিল। আঞ্চলিক রাজনীতির এই সব কারিগররা কেন্দ্রে কংগ্রেসের হাত ধরে লড়বেন এমন আশা কম। এক্ষেত্রে মমতার ফর্মূলা হল যেখানে যেমন– সেখানে তেমন, যেখানে যে– সেখানে সে। সুবিধাবাদীর এই সমীকরণের বিরোধিতা ইতিমধ্যেই করেছেন সিপিএম সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। কিন্তু আবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য জোট তৈরি করা এখনও পর্যন্ত অসম্ভব বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। ২০১৯–এর আগে ঘোর দোলাচলে ভারতীয় রাজনীতি।

হিন্দু নিধন

বিশেষ প্রতিনিধি : দু–একদিন আগেই এক শিখ মন্ত্রী হয়েছেন মায়ানমারে। সেই মায়ানমার যেখানে প্রশাসনের অত্যাচারে ভিটে ছাড়া রোহিঙ্গারা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গেও এই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। এবার সামনে এল হিন্দুদের উপর রোহিঙ্গাদের অত্যাচারের কাহিনী।

মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট বলছে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে শিশু এবং নারী সহ অন্তত ৯৯ জন হিন্দুকে হত্যা করেছে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা আরসা। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে আরসার অত্যাচারে ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৫০ জন হিন্দু বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য গত বছর ২৬ আগস্টেও মংডুর এই গ্রামে খুন হন ৯ জন হিন্দু।

শান্তিনিকেতনে নবদিগন্ত

বিশ্বভারতীতে ২৫ মে ২০১৮ বহু প্রতিক্ষার পর সমাবর্তনে উপস্থিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর উপাচার্য সবুজকালী সেন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী অতমাপ্রিয়নন্দ।

২৫ মে ২০১৮ –য় বিশ্বভারতীতে নবনির্মিত বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভবনের উদ্বোধন করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কর্ণাটক পর্বে বিধানসভা দখলে জোটের সাফল্যে বিরোধীরা উচ্ছ্বসিত

সব্যসাচী সান্যাল : দক্ষিণের রাজ্যটির বিধানসভা গড়ার জন্য ঘোড়া কেনাবেচার বেশ একটা ঐতিহ্য আছে।এই বারে তার ব্যাতিক্রম দেখা গেল।বর্তমান অবস্থায় বিধানসভায় ১১১ জনের আস্থা প্রমাণ করতে গিয়ে ভোটাভুটিতে হেরে গেলে দলের অস্বস্তি বাড়বে জেনেই বিজেপির দিল্লি অফিস থেকে ইয়েদুরাপ্পার কাছে নির্দেশ যায় 'এক্সিট গ্রেসফুলি'(সম্মান বাঁচিয়ে ইস্তফা দাও)।কর্নাটক বিধানসভা গঠনে জনতার রায় কংগ্রেসের বিপক্ষে গেলেও সরকার গড়ার মরিয়া প্রচেষ্টায় এবং বিজেপির বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে ভাবী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জে ডি (এস) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামীকে কংগ্রেস সমর্থন করল। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে যেভাবে পেছনের দরজা দিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করল তা দেশবাসীর কাছে বিরল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়ে থাকবে।

আপাতত জট কাটলেও কংগ্রেস শিবিরের ঘোর আশঙ্কা কংগ্রেস ও জেডিএস দল থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে এক বছরের মধ্যে সরকার ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা বিজেপি নিরন্তন চালিয়ে যাবে।বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলের নেতাদের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যে আহবান জানানো হয়েছে।নিজের রাজ্যে গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হউক আর সদ্য ঘটে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাক না কেন সারা দেশের বিরোধী দলগুলির শক্তি যোগাতে আর ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের মহান দায়িত্ব পালন করতে কুমারস্বামীর মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই হাজির থাকবেন।সব থেকে কংগ্রেস দলের এই রাজ্যে করুণ অবস্থা।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অধীর চৌধুরীর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও এই রাজ্যে কংগ্রেস দল এমনিতেই সাইন বোর্ডে পরিণত হয়েছে তার ওপর আবার রাজ্য আর কেন্দ্রে দুমুখো নীতির জন্য কংগ্রেস থেকে বহু নেতা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিজেপিতে যোগদানের জন্য পা বাড়িয়ে আছে।রকমারি নেতার আমদানিতে বিজেপি দল পশ্চিমবঙ্গে ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠবে এবং আগামী ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৃণমূল দলকে যথেষ্ট বেগ দেবে।

মাঙ্গলিকী

খড়দহ আহিরির পরিবেশনায় নাটক ফিউশন

সব্যসাচী সান্যাল: সাংস্কৃতিক সচেতন তরুণ নাট্যকর্মী নিয়ে গড়া খড়দহ আহিরি বিগত দশ বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা স্বাদের নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে।সম্প্রতি নৈহাটি ঐক্যতান

মঞ্চে তাদের পরিবেশিত নাটক ফিউশন মঞ্চস্থ হোল।নাটকের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নানা ছলাকলা আর পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেবার দক্ষতা সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছ এবং সামাজিক সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে।নাটকটির নাট্যকার কনক রায় ও পরিচালনা অমিত চক্রবর্তী।আলোর পরিকল্পনা রনজিৎ ঘোষ,মেক আপ সুজিত,আবহ সঙ্গীত শ্যাম সুন্দর আচারিয়া,পোশাক উদিতি গোস্বামী।নাটকের অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন সূত্রধরের ভূমিকায় উদিতি গোস্বামী,সুপার প্রভাত চ্যাটার্জ্জী,নবীন সৌম্যদীপ নাগ,রিপোর্টার–১ আকাশ চৌধুরী,রিপোর্টার–২ অনুষা চক্রবর্ত্তী,রিপোর্টার–৩ দীপাঞ্জনা বসু, মন্ত্রী অরুণ সেনগুপ্ত,সচিব সন্তু আচারিয়া বলাই সুবীর গাইন,যুধিষ্ঠির গোপাল ওড়াঙ,মা মিনু দে, ছেলে সুভাষ বারিক,সি আই ডি ইনসস্পেকটর রাজ সেনগুপ্ত,কনস্টেবল আকাশ চৌধুরী। নাটকের মূল বিষয় হল বর্তমান সময়ে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার নামে যে গাফিলতি চলছে তাকে তুলে ধরা।সূত্রধরের ভূমিকায় উদিতি গোস্বামী আকর্ষক ভঙ্গিমায় কথা বলে নাটকের সাথে দর্শকদের যোগসূত্র গড়তে সাহায্য করেছে।এখনকার দিনে সাংবাদিকরা তাদের চ্যানেলের টিআরপি বাড়ানোর জন্য কিরকম পন্থা অবলম্বন করে তা নাটকের সংলাপে রসিকতার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। মিডিয়া ও সাংবাদিকদের ঁনররষং সতফন এর জার্নালিজম বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।তবে এর সাথে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহে শাসক দলের হুমকি,শারীরিক অত্যাচারের স্বীকার করেও সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখে চলেছে তার কথা নাটকে মধ্য দিয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল।

অভিনয়ের মধ্যে টুকরো টুকরো বিষয়গুলি একত্র করে পরিবেশনা করা হয়েছে বলে নাটকের নামকরণ বোধ হয় ফিউশন হয়েছে যেমন বিভিন্ন উপকরণকে একীকরণ বা দ্রবীভূত করা হয়।নাটকে বর্ণিত যুধিষ্ঠির নামের এক ব্যাক্তির সামান্য অ্যাপেনডেসাইটিস অপারেশন করার পর দেখা গেল তার পেটে আশ্চর্য্যজনক ভাবে একটা কাঁচি রয়ে গেছে যা এখনকার সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনেকসময় ঘটে থাকে।হাসপাতালের সুপার যে ডাক্তার অপারেশন করেছে তাকে তলব করে জানতে পারে যে ডাক্তার কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন তিনি ডাক্তারি পাশ করলেও ছুরি কাঁচি নিয়ে অপারেশনে বিশেষ পারদর্শী নন। কেননা এই ধরণের অপারেশন তার ডাক্তারি পরীক্ষার সময় সিলেবাস বহির্ভূত ছিল বলে ভাল করে শেখা হয়নি বলে মন্তব্য করেন।অবশ্য সুন্দরী নার্সের সাথে প্রেমালাপে যে তার মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেছে তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা বোধ হয়নি। এই রকম ক্ষেত্রে যা আমরা বাস্তবজীবনে সচরাচর দেখি পুলিশ ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। যুধিষ্ঠির বাবুকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা এবং আইনের নিজেদের মুখ দেখানোর জন্য কিছু মানুষ উৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং পড়শীদের যুধিষ্ঠিরবাবুর কাছে আনাগোনা বেড়ে যায়।

সব থেকে অবাক লাগে মানুষের অর্থলোভ। ছেলে পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের লোভে বাবার যদি ৬ মাস পেটে কাঁচি নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হয় তাহলেও আপত্তি নেই।মানুষের মনুষত্ব যে কোথায় পৌঁছেছে তা নাটকের নানা সংলাপ থেকে জানা যায়।অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা তাদের অভিনয়ের যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন এবং নাটক নিয়ে শিল্পী, কলা কুশলীরা যে গভীর ভাবে চর্চা করে নাটকটির গতি প্রকৃতি দেখে মনে হোল।বর্তমান সমাজে কিছু বিবেকহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ডাক্তারদের কর্মকলাপ এই নাটকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রায়শই দেখতে পাই।এই ধরনের নাটক আজকের সমাজের মানুষকে সুস্থ চিন্তার পথ দেখাবে।নাটকটি আরো একটু পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিবেশন করলে ভালো হতো। কখনো কখনো মনে হয়েছে নাটকটির বুনোট এবং বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে আরো সাজানোর প্রয়োজন ছিল তাহলে নাটকটি দর্শকদের কাছে আরো উপভোগ্য হোত।তবে যেহেতু নাটকটি এই নাট্যদলটির প্রথম পরিবেশিত নাটক,আগামীদিনে ছোটখাটো ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিলে দর্শকরা হাল্কা রসিকতার সাথে চিন্তার খোরাক পাবে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি পরিবেশিত নাটক আঙ্গুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দভারতী বিশ্ববিদালয়ের নাটক নিয়ে পড়াশুনা করা একঝাঁক তরুণ/তরুণী নিয়ে ২০১১ সালে গড়া রিষড়া দুরায়ন নাট্য দল অন্তরঙ্গ পরিবশে নাটকের শিল্পী ও দর্শকদের নিয়ে একাত্মভাবে সীমিত সংখ্যাক দর্শকের উপস্থিতিতে অত্যন্ত উচ্চমানের নাটক আঙ্গুল তৃপ্তি মিত্র নাট্য গৃহ (পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি) পরিবেশিত হয়।আমাদের জানা নাটকের বাঁধাধরা ছকের বাইরে গিয়ে নানা সংলাপ ও দৃষ্টিনন্দন অভিনয় ও পরিচ্ছন্ন নৃত্যসহ অসম্ভব সুন্দর স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটা ছোট নাটক দেখার সুযোগ ঘটেছিল। নাটকটি সুন্দর সংলাপ দিয়ে সাজানো এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদালয়ের নাটকের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মনোজ্ঞ পরিবেশনার জন্য কৃতিত্বের দাবি রাখে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদালয়ের প্রাক্তন ছাত্র দীপ চক্রবর্তী যার সম্পাদনা ও নির্দশনায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় 'বুড়ো আংলা' আদলে নাটক 'আঙ্গুল' যাতে আবহ শুভঙ্কর সরকার, স্বাগতা পন্ডিত, রঞ্জিতা রায়, নীলাঞ্জনা রায় অভিনয়ে অরিজিৎ পাইন, সূর্যদ্যুতি দাস সুমান পাল।

নাটকের বিষয় হৃদয় নামে একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে। যার মাথা সব সময় দুষ্টমিতে ঠাসা। কখনো সে বোলতার চাকে ছুঁচোবাজি ছাড়ে, কখনোবা কুকুর বা বেড়ালছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেয়। তার হাত থেকে পিঁপড়ে, ইঁদুর, ফড়িং, গরু কারোর নিস্তার নেই। এমনকী তার ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখা ছোট গণেশঠাকুর পর্যন্ত ছাড় পায়না। অবন ঠাকুরের কল্পনায় গণেশ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। হৃদয় মাছ ধরার জাল দিয়ে ধরে ফেলে গণেশটিকে। যেমনি না ধরা অমনি গণেশ ক্ষুদ্র আকৃতি থেকে বিশাল আকার ধারণ করে যা দেখে হৃদয় ভয়ে জুজু। কীট, পতঙ্গ আর ছোট ছোট প্রাণীদের জ্বালাতন করা ও মেরে ফেলার অপরাধে গণেশ ঠাকুরের অভিশাপে হৃদয় ছোট্ট আঙ্গুলের মত হয়ে যায় এইসময় ক্ষুদ্র প্রাণী এমনকি আরশোলা পর্যন্ত নানা ভাবে হৃদয়কে ভয় দেখায়।

পরে হৃদয় অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে এই অবস্থা থেকে পরিত্রান পেতে চায় এবং গণেশ ঠাকুরকে তার সব অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং ভবিষতে এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার অঙ্গীকার করার পর গণেশ ঠাকুর হৃদয়কে মাফ করে পুর্ব আবস্থায় ফিরিয়ে দেয় এবং সঠিক শিক্ষা দিতে তাকে নিয়ে বাবা মহাদেবের কাছে কৈলাসের পথে রওনা হয়। নাটকের মধ্যে দিয়ে সামাজিক একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।মা বাবর অবহেলায় এবং সঠিক শিক্ষার অভাবে আজকালকার ছোট ছোট শিশুরা অবাধ্য হয়ে পড়ে যেটা সমাজের পক্ষে ভিষণ চিন্তার কারণ। গণেশ ঠাকুর যেমন তাঁর

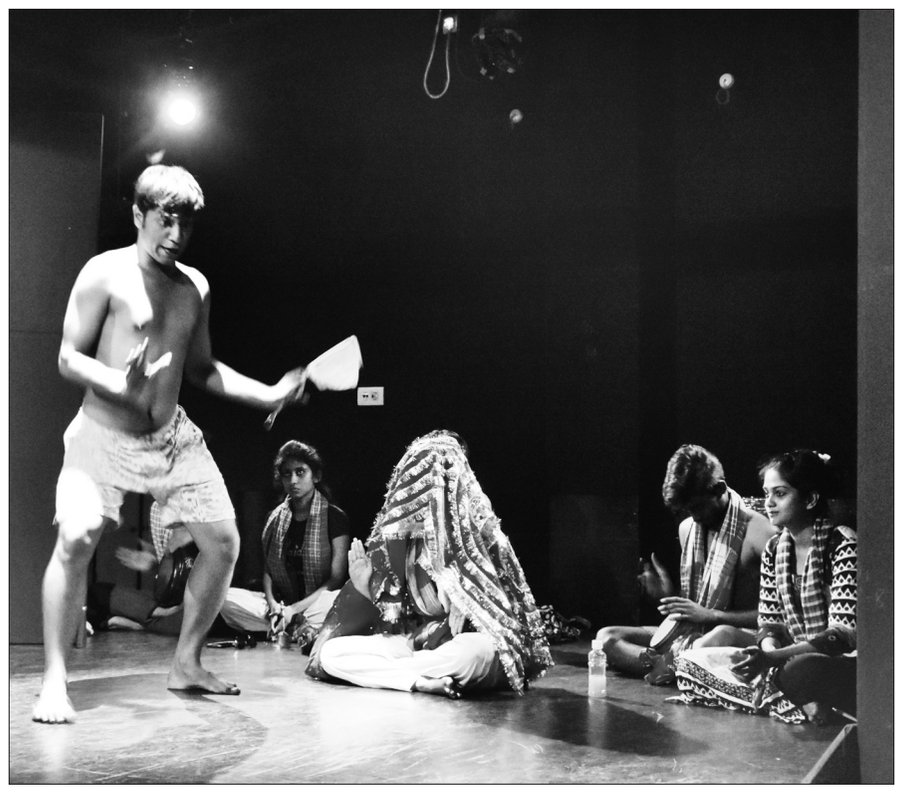

পায়ের নীচে প্রাণীটির বেঁচে থাকর খেয়াল রেখেছেন তেমনি সমাজের সবলশ্রেণির মানুষ দুর্বলের ওপর অত্যচারের করা হিংস্র না হয়ে যায় যা আমরা সচরাচর রাজনৈতিক বাতাবরনের মধ্যে সমাজে দেখতে পাই তার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজে মানবজাতির প্রতি বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন আছে।এই ধরনের নাটক নিয়ে যারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে এবং নিজেদের অনেকটা সময় দিচ্ছে সরকারের তাদের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে যখন আমরা কাল্ব সংস্কৃতি, ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপে প্রচুর অর্থ অপচয় করা হচ্ছে সেখানে এই ধরনের প্রতিশ্রতিবান নাট্যশিল্পীরা যারা সব সময় নাট্য চর্চায় মগ্ন থাকে এবং সমাজকে চেতনায় আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে তাদের আর্থিক অনুদান দিয়ে সরকারের এগিয়ে আসা উচিৎ। এদের মধ্য আগামী দিনে অনেক প্রতিভাবান নাট্য শিল্পি হওয়ার রসদ আছে। ভবিষৎএ এদের মধ্যে অনেকে বড় মাপের নাট্য শিল্পী হতে পারে। নাটকের পরীক্ষা নীরিক্ষা যেমন উন্নত নাট্য চেতনার উন্মষেণ ঘটাবে এবং এর পাশাপাশি অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে জীবন জীবীকার রাস্তা খুঁজে পাবে।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট–এর পরিচালনায় গত ২০ মে মণি দাশগুপ্ত ভবনে বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী বর্ষে তাঁর জীবন ও গবেষণা কর্ম নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার কুণ্ডু। সভাপতিত্ব করে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিবেশ বিজ্ঞানী দীপককুমার দাঁ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শ্যামল মুখোপাধ্যায়। প্রাক কথনে দীপকবাবু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বে বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার। কানাই লাল দে (আয়ুর্বেদ), সরোজিনী নাইডু, প্রমথনাথ বসু প্রমুখের সম্পর্কে বলেন এবং পরবর্তীতে জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইত্যাদি নিয়ে মালা আকারে সুন্দর ছবি হিসাবে বুঝিয়ে বলেন।

প্রধান বক্তা প্রদীপবাবু ভেঙ্কট রমন–এর আলোকিত জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এছাড়া মাদাম কুরি, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা সম্পর্কে বক্তব্যের নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে। সত্যেন বোসের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্যেও মাত্র ২৪টা পেপার–এর উল্লেখ করেন। অথচ তুলনার রমন ৩৬৪টি পেপার লিখেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবুও 'বোসন কণা'র জন্য সত্যেন বোস পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবেন। এছাড়া পদার্থ বিদ্যায় তরঙ্গ, আলোর ব্যাখ্যা দেন বোর্ডে লিখে সুন্দরভাবে।

প্রশ্নোত্তরে মৃণালকান্তি সরকার, সত্যেন বোস যে সংগীতেও সমঝদার ছিলেন, সে সম্পর্কে বলেন। সঞ্চালক ড. ইনস্টিটিউট এর সম্পাদক ড. সুনীল বিশ্বাস বলেন যে বিষয়টি একটি কঠিন আলোচনা হলেও সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বক্তা। এজন্য ধন্যবাদ।

সারাদিন ব্যাপী সান্নিধ্য'র রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৫৮তম শুভ জন্মদিন পালন করল গোবরডাঙা 'সান্নিধ্য' সাংস্কৃতিক সংস্থা। মহিলাদের উদ্যোগে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সকালে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খাঁটুরা আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে দ্বিতীয় ভাগের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি বক্তব্যে ছোটদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ গল্পটি বলে উপস্থিত সকলকে আপ্লুত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একটি ৮/১০ বছরের ছেলে কিভাবে সমস্ত ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শুনলো এবং তাঁকে স্বচক্ষে দেখে ফেরার পথে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল সেই ঘটনাটাই সংক্ষেপে বলেন এবং সেই ছেলেটিই পরবর্তীতে রবীন্দ্রজীবনী লেখেন।

উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী নিশা মণ্ডল। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি তারাশঙ্কর আচার্য্য, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ রায়, সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, নিতাই চন্দ্র হালদার প্রমুখ। আবৃত্তিতে বাচিক শিল্পী নিত্যানন্দ মিস্ত্রী ও পঙ্কজকুমার সরকার প্রশংসনীয়।

এছাড়া সংগীতে পূজা মণ্ডল, অমৃতা মণ্ডল, ঈপ্সিতা বিশ্বাস, অর্পিতা হালদার, অরূপ কুমার ঘোষ প্রমুখ এবং নৃত্যশৈলীতে শিল্পী মেঘা সরকার সকলকে মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিবেদিতা বসু রায় এবং ধীরাজ রায়ের সুন্দর সঞ্চালনে বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। এছাড়া সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

'হে নূতন দেখা দিক...'

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব কবি গেয়ে গেছেন উপরোক্ত গান– 'হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম লগনে'। তিনি নিজের জন্মদিন পালনে কখনও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। কারণ শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা তাঁর জন্মদিন পালনের মাধ্যমে বিশ্বকবির সামনে নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্ত্বাকেই উদ্ভাসিত করার সুযোগ পেতেন আর এই কারণেই বিশ্ব কবি প্রতিবছর শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মদিন পালনের অনুমতি দিতেন।

ঠিক এইরকমই এক ঘটনা ঘটল ১৩ই মার্চ কেওড়াপুকুর (টালিগঞ্জ) অঞ্চলের বাসিন্দা অতি সংস্কৃতি–সমৃদ্ধা শ্রদ্ধেয়া স্মিতা মৈত্রর জন্মদিন পালনের মাধ্যমে তাঁর বরদা সরণীতে সুরম্য বাস ভবনে, সুরম্য সভা ঘরে। তবে স্মিতা দেবী যাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদেরকে আগে বলেননি এদিন তাঁর জন্মদিন– বলেছিলেন এমনিই এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার তিনি ব্যবস্থা করেছেন। ফলে আমন্ত্রিতরা যখন আসরে এলেন তাঁরা দারুণ চমৎকৃত হলেন আসরের মূল কারণটি জেনে...

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা জমে উঠলো নানান ভাবে। যেমন দুই বালিকা, স্নেহা দেবনাথ ও কৌস্তুরি রায়চৌধুরীর নাচ সবাইকে বোধহয় মনে মনে শান্তিনিকেতনে বিশ্বকবির জন্মদিন পালনের আসরে নিয়ে গেল। স্মিতা দেবীর সুযোগ্য পুত্র সুস্মিত মৈত্র একজন সুখ্যাত ডি জে শিল্পী। এদিন তাঁর ডি জে আবহ সঙ্গীতের তালে তালে সবাই মেতে উঠলেন নাচের ছন্দে ('নৃত্যের তালে তালে) আসর হল অতি উজ্জ্বল। আরও বিস্ময় ছিল– বরিষ্ঠা জাদুশিল্পী বনানী ব্যানার্জীর সংক্ষিপ্ত জাদু প্রদর্শনী বোধহয় আরও 'জাদুময়' করে তুলল আসরকে।

বিশেষ উল্লেখ্য, বিশ্বকবি জাদুকলার অনুরাগী ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে গণপতি চক্রবর্তীর জাদু প্রদর্শনী উপভোগ করেন। ১৯৩৭ সালে প্রথমবার জাপানে জাদু প্রদর্শনী দেবার পর তৎকালীন তরুণ জাদুকর প্রতুল চন্দ্র সরকারকে (পরবর্তীকালে যিনি হলেন জাদু সম্রাট পি সি সরকারে সিনিয়র) শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠান, তাঁর কিছু জাদু দেখে মুগ্ধ হন। এছাড়া পাঠকবৃন্দকে বলব বিশ্বকবির 'ম্যাজিসিয়ান' কবিতাটি পড়বার জন্যে। এদিন আসরে উপস্থিত সকলে মেতে উঠলেন সংস্কৃতিক আলাপচারিতায়, স্মিতা মৈত্র 'স্মিত' হাসিতে সকলকে আপন করে নিয়ে আসরে রইলেন জন্মদিনে 'চির বালিকার' মতন। আর সব শেষে বলতেই হয় (যদিও এই প্রতিবেদক জানেন স্মিতা দেবী কুণ্ঠা বোধ করবেন) জন্মদিন পালনের শেষ লগ্নে ছিল পাত পেতে সকলের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা– আবারও এই প্রতিবেদক ফিরে গেলেন এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের কলমে বর্ণিত (পরিমল গোস্বামী?) শান্তিনিকেতনে বিশ্বকবির প্রতিবছর '২৫শে বৈশাখ' পালনের কথায়... শ্রদ্ধেয়া স্মিতা দেবী ভাল থাকুন– আজ স্মার্ট ফোনের একাকীত্বর জগত থেকে সবাইকে বার করে আসুন উপরোক্ত সংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে– 'আজ সবার রঙে রঙ মিলাতে হবে– আজ আপনার মতন মানুষের বাংলার সমাজে ভীষণ ভীষণ দরকার– ভালো থাকুন।

সম্প্রতি কলকাতার এক রেস্তোরাঁয় রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক নতুন পারিবারিক ছবি 'মেয়েমানুষ' সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছবির কলাকুশলী পরিচালক এবং অন্যান্যরা। আরা'স ভিশনের ব্যানারে এই ছবিতে অভিনয়করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, রত্না ঘোষাল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মৌমিতা গুপ্ত, আরাত্রিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সৌমিত্র কুণ্ডু। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে আগামী মাসেই মুক্তি পাবে 'মেয়েমানুষ'।

ইতিহাস সংকলন সমিতির অণ্বেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ মে ইতিহাস সংকলন সমিতির এক সম্মেলন হয় ভবানীপুরের আশুতোষ তথা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ঐতিহাসিক বাড়ির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যতম মূল বক্তা ডঃ বালমুকুন্দ পান্ডে এ সমিতির কাজকর্মের মূল লক্ষ্য ও প্রচার প্রসার নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস মিথ্যার আবরণের মোড়ক দিয়ে তৈরি। মিথ্যার আবরণ উন্মোচন করতে প্রায় ৪০০ জন ঐতিহাসিক নিরলস চেষ্টা করে চলেছেন। ১৯টি দেশ এ কাজে যুক্ত রয়েছে। অনেক মন্দির, মনুমেন্ট ইতিহাসের অন্তরালে লুকিয়ে আছে। প্রদীপ চক্রবর্তী এ সমিতির অন্যতম প্রাণপুরুষ। তিনি তাঁর চলার পথের কিছু কাহিনী বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ গবেষক অমিতাভ ঘোষ। ডঃ প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ মাহাতো, লিপি ঘোষ, স্বরণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিক চক্রবর্তী, শমীক মিত্র, রবি রঞ্জন সেন, অরুণ কুমার ঘোষ প্রমুখ বিভিন্ন কাজে কর্মে নিয়োজিত বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত কণ্ঠে বন্দে মাতরম গানটি পুরোটা গেয়ে সভা শেষ করেন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

স্টেজ রিহার্সালে রুশ বিশ্বকাপ

অরিঞ্জয় মিত্র

আর মাত্র কদিন বাকি। তারপরেই বিউগল বেজে উঠবে রাশিয়া বিশ্বকাপের। পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করে সবাই তৈরি শেষ লগ্নের মহড়া নিতে। ফুটবল দুনিয়ার সেরা ছাত্র যারা সেই জার্মানি, ব্রাজিল, ইতালি, আর্জেন্টিনা, স্পেন প্রভৃতি দেশ মোটের ওপর নিজেদের বিশ্বকাপ একাদশ সামনে নিয়ে আসতে ব্যস্ত। সেই তালিকায় শেষ মুহূর্তে কাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটল, আর কারাই বা বাদ গেল তা নিয়ে চলছে জবর জল্পনাও। এর মাঝে মিডিওকার ছাত্র যারা সেইসব দেশ ও একদম পিছিয়ে থাকা দলগুলির আবেগ-আকাঙ্খাও কোনও অংশে কম যাচ্ছে না। এরমধ্যে যেসব দেশগুলি এবার গোটা দুনিয়ার ফুটবল ভক্তদের কাছে জায়গা করে নিতে পারে তাদের মধ্যে আফ্রিকার মরক্কো, মিশর, সেনেগাল,নাইজেরিয়া ও এশিয়ার সৌদি আরব, ইরান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বিশেষ উল্লেযোগ্য। এরা ছাড়াও পানামা, আইসল্যান্ড, কোস্টারিকার মতো দলগুলি যখন তখন অঘটন ঘটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যে রাখে তার নমুনা এর আগে অনেকবারই মিলেছে। কয়েকটি বিশ্বকাপে এই মিস্টার এক্স টিমগুলি যে চমৎকার পারফরমেন্স তুলে ধরেছে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গিয়েছে তাদের। ক্যামেরুন ও রজার মিল্লার নাম যেমন এখনও রয়ে গিয়েছে ফুটবল ভক্তদের মণিকোঠায়। দক্ষিণ কোরিয়াও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পর্যন্ত পৌঁছেছে। আলজিরিয়া, ঘানা, মরক্কো বা নাইজেরিয়া প্রায়শই চমক এনে দিয়েছে বিশ্বকাপের আসরে। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়া এশিয়ার দলগুলি তেমন লড়াই তুলে ধরতে পারেন নি। এছাড়াও ইউরোপ বা অন্যান্য অনেক ছোট দল বিশ্বকাপে তাদের সেরাটা তুলে ধরে ফুটবলভক্তদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন।

রাশিয়া বিশ্বকাপকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে ব্রাজিল সমর্থকদের। তাদের সাফ বক্তব্য, 'এবার নয় নেভার'। ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ বার কাপ পেয়েছিল ২০০২ সালে। ১৬ বছরের খরা মেটাতে তাই বদ্ধপরিকর ফুটবল জাদুকর পেলের দেশ। এর আগে ১৯৭০-এর পর টানা ২৪ বছর ব্রাজিলকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের বিশ্বকাপটি পেতে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জাদুর ওপর নির্ভর করে কামাল করেছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৯৮তে প্যারিসের মাটিতে ফ্রান্সের কাছে অদ্ভুতভাবে ০-৩ হার মানতে হয় লাতিন আমেরিকার এই হিরোদের। এরপর ২০০২ সালে ফের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। তাদের নিকটতম পড়শি আর্জেন্টিনা আবার মারাদোনা ক্যারিশ্মার উপর নির্ভর করে ১৯৮৬ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০তে ফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নেয়। ব্রাজিলের পর বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড যুগ্মভাবে জার্মানি ও ইতালির (৪ বার)। তবে গত ৩টি বিশ্বকাপেই সুবিধা করতে পারে নি লাতিন আমেরিকা। ইতালি, স্পেন ও জার্মানি শেষ ৩ বার বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছে। এবার সে জায়গায় কে ভাগ বসায় তা দেখার জন্য চাতকের মতো অপেক্ষা করছে ফুটবল দুনিয়া। তার মধ্যে বাজিমাত কে করবে তা বলা নিশ্চিতভাবে খুবই কঠিন। তবে গত কয়েক বছরের ইউরোপীয় ট্র্যাডিশন ভেঙে লাতিন আমেরিকান চমক দেখতে বিশেষভাবে আগ্রহী কলকাতা তথা ভারতীয় দর্শককূল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ভারতীয় উপমহাদেশ বরাবরই ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সহ লাতিন ফুটবলের জাদুতে আচ্ছন্ন।

'প্রতিবন্ধী ক্রিকেটে' সেমিফাইনালে হার রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত কেরল রাজ্যের কোচিগড় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো কুড়ি ওভারের 'প্রতিবন্ধী জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা'। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পনেরো সদস্যের ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করেছিলো। বীরভূম জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলো কুশমোড় গ্রামের সিটন মাল এবং রামপুরহাট পুরসভার নিশ্চিন্তপুরের কার্তিক মাল। ক্রিকেট দলের কোচ ছিলেন রাজ্যের অন্যতম প্রতিবন্ধী কোচ বদরুজ্জোহা শেখ। ১৪ই মে সেমিফাইনালে দিল্লির কাছে পরাজিত হয় পশ্চিমবঙ্গ। কেরল 'এ' দলকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে তৃতীয় স্থানাধিকার করে পশ্চিমবঙ্গ। কোচ বদরুজ্জোহা শেখের কাছ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। সামিমা, সিটন,কার্তিকদের মতো প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তুলে এনে যেভাবে দেশের প্রতিবন্ধী ক্রীড়ায় প্রতিনিধিত্ব করাচ্ছেন তার কৃতিত্ব কিন্তু কোচ বদরুজ্জোহা শেখেরই।

ফিরছি আজি মাঠের টানে

তাপস রায়, বেহালা : সমগ্র বাঙালি জাতির প্রাণের খেলা ফুটবলকে মাধ্যম করে সম্প্রীতি ও প্রগতির বার্তা দিতে আয়োজন হলো বেহালা পশ্চিম এম.এল.এ. কাপ-২০১৮। ১০টি পুর ওয়ার্ডের ৩২টি টিমকে নিয়ে বেহালা পশ্চিম সংহতি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির পরিচালিত এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে পশ্চিম বেহালার বকুলতলা সংলগ্ন দত্তের মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা স্বয়ং বেহালা পশ্চিমের দীর্ঘদিনের বিধায়ক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়িকা বৈশালী ডালমিয়া, সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌর প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা।

ফাইনালে চেন্নাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েক বছর ফ্রেমের বাইরে থাকার পর ফের স্বমহিমায় ক্রিকেট মহলে হাজির চেন্নাই সুপার কিংস। বলাবাহুল্য, বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির দাপটে এই জায়গা অর্জন করল সিএসকে। যার দৌলতে ইতিমধ্যেই একাদশ আইপিএলের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে টিম ধোনি। যেভাবে আকর্ষণীয় ম্যাচে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফাইনালে টিকিট পেয়েছে চেন্নাই তা হার মানাবে যে কোনও রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস বা থ্রিলার মুভিকে। ১৪০ রানের মধ্যে হায়দরাবাদকে আটকে রেখে চেন্নাই প্রথমেই ম্যাচের রাশ হাতে তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাতে। ধোনি

সহ একের পর উইকেট হারিয়ে রীতিমতো হারের মুখে দাঁড়িয়ে চেন্নাই সুপার কিং। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ফাফ ডুপ্লেসি যেভাবে ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে আনল তা অনস্বীকার্য। অবশ্য এই প্রোটিয়া তারকার কাজ অনেকটাই সহজ করে দেন তরুণ ভারতীয় পেসার শার্দুল ঠাকুর। সময় মতো আসা বাউন্ডারিগুলো ফাইনালে টেনে নিয়ে যায় চেন্নাইকে। একসময় মাত্র ৩ ওভারে ৪৩ রানের টার্গেটের সামনে মাত্র দুই উইকেট হাতে থাকা চেন্নাই প্রায় কোমায় চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডুপ্লেসির পাল্টা মার ও শার্দুলের প্রত্যাঘাত সিএসকেকে ফাইনালে যেতে সাহায্য করল।

ভাগ হ্যনি ক' নজরুল

সম্প্রীতির সুরে দুই বাংলার স্মৃতিতর্পণ

আন্তর্জাতিক সেমিনার

সকলের আমন্ত্রণ | প্রবেশ অবাধ

আয়োজক : আলিপুর বার্তা সাংবাদিকতার ৫২ বছর | Bahumatrik.com Specialised News Portal on Development, Research & Analysis

সহআয়োজক : VISION 24

স্থান : আশুতোষ বার্থ সেন্টেনারি অডিটোরিয়াম , ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ,পার্কস্ট্রিট কলকাতা

উপস্থিত থাকবেন | তারিখ : ২৬ মে ২০১৮ শনিবার | পথনির্দেশ : কিড স্ট্রিট, এম এল এ হোস্টেলের বিপরীতে

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অধ্যাপক বাসব চৌধুরি, উপাচার্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত
রাজেশ পুরোহিত, ডিরেক্টর ভারতীয় জাদুঘর
দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ, কলকাতা পুরসভা
ড. শঙ্কর ঘোষ, অধ্যাপক-অভিনেতা (প্রবন্ধ পাঠে)

সময় দুপুর ২টো

ড. হুমায়ূন কবীর, রেজিস্টার ইনচার্জ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (প্রবন্ধ পাঠে)
মোস্তফা কামাল, নির্বাহী সম্পাদক, কালের কণ্ঠ, (প্রবন্ধ পাঠে)
মো: কামাল হোসেন, চেয়ারম্যান, ফোকাস বাংলা
অয়ন আহমেদ, সম্পাদক, দৈনিক প্রতিদিনের চিত্র

সহযোগিতায়

আবৃত্তি ঃ কৃষ্ণপদ দাশ ও সুস্মিতা দাশ এবং কুণাল মালিক গান ঃ কল্যাণ দাস ও নৃত্য ঃ অর্কসুতা চক্রবর্তী

Bondhu socio cultural organization www.bondhuekasha.org | Larah OPALGLASS by BOROSIL | Gupta Brothers (ABAR KHABO SHOP) PVT. LTD. CHETLA | সুখবর | একদিন এগিয়ে চলার সঙ্গী | Belghoria Nature Welfare Society | FOCUS BANGLA NEWS | দৈনিক প্রতিদিনের চিত্র

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com